প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৮ ❖ ২২ - ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা ও শারদীয়া

ভাওয়ালে খ্রিস্ট ধর্মের উৎসের সন্ধানে

‘সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী’ বিষয়ক কাথলিক মণ্ডলীর সিনডের প্রথম অধিবেশন

১ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত হেলেন রোজারিও
জন্ম: ১৫ জুলাই ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
দাইতার বাড়ি, রাহৎহাটি
হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

এই বিশ্বে আমরা সবাই প্রবাসী, কেহ আসে অল্প সময়ের জন্য কেহ বা দীর্ঘ সময়ের জন্য। সেই সূত্রে আমাদের পিতা অল্প সময়ের অধিকারী ছিল। আমাদের পিতা টমাস রোজারিও মৃত্যুবরণ করেন ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে, মাত্র ৪৭ বছর বয়সে। আমাদের মা-বাবা অনেক ভালোবেসে মধুর একটি পরিবারের স্বপ্ন দেখেছিল। যা তাদের জীবনে পূর্ণ হয়নি। তা তাদের সন্তানদের মাঝে দেখতে চেয়েছিলেন, ছিলামও আমরা অনেক ভাল। হঠাৎ সেই সাজানো বাগানে ঝড় বয়ে গেল। আমাদের পিতা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল।

মা, সেই যে দিন থেকে তুমি সংসারের সব হাল ধরলে তা শেষ করে চলে গেলে আমাদের ছেড়ে। তোমাদের ইচ্ছে ছিল আমরা চার ভাই-বোন যেন ভাল মানুষ হই। আমরা দুই ভাই দুই বোন। আমাদের একটা পথ এগিয়ে আনার জন্য তোমাকে জীবনে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। তুমি ছিলে ন্যায়বান, সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী ও ধার্মিক। আমাদের বাবাও ছিল ন্যায়বান। তোমাদের কাছ থেকে অনেক আদর্শ অনুসরণ করেই তো আমরা আজ পর্যন্ত এই অবদি আসতে পেরেছি। মা তোমার কথা আমরা বিশেষ ভাবে প্রতিনিয়ত মনে করি। প্রতিটি দিন তুমি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তোমার প্রিয় মানুষদের খবরাখবর নিতে। সবার কথা না জানা পর্যন্ত তুমি রাতে ঘুম আসতে না। মা তুমি তোমার নাতি ও নাতনিদের কি আদরই না করতে। পৃথিবীতে থাকাকালীন ওরা তোমার প্রাণ ছিল। আজ মা তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে তার কাছে চলে গেলে। তোমার সেই পরম স্নেহ ও ভালোবাসার কথা মনে হলে সত্যি অনেক খারাপ লাগে। তোমার মত করে আর কেউ হয়ত ডাকবে না। তুমি আমাদের জন্য বিরাট একটা বৃক্ষ ছিলে। তুমি চলে যাওয়াতে তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

প্রার্থনা করি,
ঈশ্বর যেন আমাদের বাবা-মাকে তাঁর চরণ তলে ঠাই দেন। পৃথিবীতে অবস্থান কালে তারা অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। বিশ্বাস ও আশা করি বিশ্ব বিধাতা অবশ্যই তাদের তাঁর আপন করে নিবেন। আমাদের জন্য তোমরা স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো। আমরা যেন তোমাদের আদর্শ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে যতদিন এই ধরিত্রীতে আছি, ভালোমত পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারি। ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকুন।

তোমাদের ভালোবাসায় পূর্ণ শোকার্ত পরিবারবর্গ।

৮ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত দীলিপ দেছা
জন্ম: ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭ অক্টোবর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
ভাওলীয়া বাড়ি, মোলাশীকান্দা
হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

পৃথিবীর নিয়ম অনুসারে সব কিছুই ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে। কিন্তু যে চলে যায়, তার জন্য সব শেষ হয়ে যায়। শুধু তার স্মৃতিগুলো অবলম্বন করে প্রিয়জনদের বেঁচে থাকতে হয়। তার জন্য কিছুই থেকে থাকে না।

দীলিপ তুমি চলে গেলে আজ ৮ বৎসর পূর্ণ হতে যাচ্ছে কিন্তু আজও মনে হয় এই তো সে দিনের কথা, সেই দুর্ঘটনার মুহূর্তটা। তা তো আর ভোলার নয়। তোমার শূণ্যতা তো কোনোদিন পূরণ হবার নয়। মাঝে মাঝে জীবনের চলার পথে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তখনই তোমার অভাবটা বেশি অনুভব করি। কারণ তোমার মত করে আর তো কেহ আসবে না আমাদের জীবনে সাহারা হয়ে। তোমার মন খুব সুন্দর ও পবিত্র ছিল। সবাই তোমাকে বুঝতে পারতো না কেবল যারা তোমার খুব কাছের ছিল তারাই একমাত্র জানত তুমি আমাদের কাছে ছিলে সবজানতা এক মানুষ, যে কোনো সমস্যার সমাধান তোমার কাছে থেকে পেতাম।

প্রার্থনা ও বিশ্বাস করি, ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে তাঁর সন্তান করে নিবে। তুমি ওইখান থেকে না হয় আমাদের জন্য অনুগ্রহ লইয়া দাও প্রভুর কাছ থেকে। আমরা যতদিন এই ধারায় আছি ততদিন যেন শত সংগ্রামের মধ্যেও ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে চলতে পারি। প্রভু তোমাকে চির শান্তি দান করুক।

তোমার শোকার্ত পরিবারবর্গ।

বিজ্ঞ/৩২১/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ৩৮
২২ - ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
০৬ - ১২ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মানবিকতাবোধে সকল চিত্ত উদ্ভাসিত হোক

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় পার্বণ দুর্গাপূজা বা বিজয়া দশমী। এ বছর তা যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হবে ২৪ অক্টোবর। বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। বলা হয় বাঙালির বারো মাসে তেরো পূজা-পার্বণ। এগুলোর মধ্যে শারদীয় দুর্গোৎসব এখন সর্বজনীন, সকলের প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করে এই উৎসবে। শরতের শেষ লগ্নে বেজে ওঠে ঢাক-ঢোল, কাসর, ঘন্টা আর শঙ্খ ও উলুধ্বনি। দেবীর আরাধনায় ভক্তকুল ভগবানের আদর্শ লাভে ধন্য হয়। মাটির মূর্তিতে দেবীর আবাহন হলেও সত্যিকারের পূজা হয় হৃদয়-মন্দিরে। ভজন-পূজন-আরাধনা ও মঙ্গলদ্বীপের আলোয় আলোকিত হয় ভক্তের মনোপ্রাণ। মাঙ্গলিক উচ্চারণের মধ্যদিয়ে কামনা করা হয় বিশ্বশান্তি ও সমৃদ্ধির অমিয়বাণী।

পৃথিবীতে যখন অসুর বা অপশক্তির ভয়াবহতা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, তখন মহাপ্রতাপে আবির্ভূত হয় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। দুর্গা পৌরাণিক দেবতা। তিনি আদ্যাশক্তি-পরমা প্রকৃতি। দুর্গা হলেন মহাশক্তির প্রতীক। দশভুজা মা দুর্গা, দশ দিকে তার শক্তি বিস্তৃত। অসুর হলো মন্দের প্রতীক। মা দুর্গার দশ হাত ভগবানের পুণ্য শক্তির প্রকাশ। বিভিন্ন দেবতার শক্তিতে বলীয়ান দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। মহাশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে অসুর অর্থাৎ অপশক্তিকে পরাজিত করেছেন, রক্ষা করেছেন মানবকুলকে। দেবতারা ফিরে পেলেন তাদের স্বর্গের অধিকার। দুর্গা তাই বিশ্বসৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের মহাশক্তিরূপিনী। দুর্গম নামের এক অসুরকে বধ করেছিলেন বলে তার নাম হয়েছে দুর্গা। দুর্গা পরম ব্রহ্মের শক্তির আদ্যাশক্তি বা মূলশক্তি। তিনি শুধু বিনাশ করেন না, করেন কল্যাণও। তার আগমনে ভক্তের প্রাণে নেমে আসে আনন্দের দোলা। তাই তিনি আনন্দময়ী, কল্যাণময়ী মা।

যুদ্ধ, সংঘাত, হানাহানি, পাপ-পঙ্কিলতায় মানবতা আজ বিপন্ন। সৃষ্টি আজ বিপর্যস্ত। মা দুর্গার আগমনে সকল পাশবিকতা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটুক। মানুষের বিবেকের আসুরিক মহোবৃত্তির অবসান ঘটুক। যা কিছু সত্য-সুন্দর, নির্মল-পবিত্র যা কিছু কল্যাণময়, তাই হোক আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। মানবিকতাবোধে সকল চিত্ত উদ্ভাসিত হোক। সুখী, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িকতা, চেতনা আরেকবার জাগরিত হোক এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবে।

সকলের প্রতি রইল শারদীয় শুভেচ্ছা। †

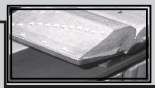

তখন তিনি তাদের বললেন, তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও, আর ঈশ্বরের যা তা ঈশ্বরকে দাও। -মথি ২২:২১।

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

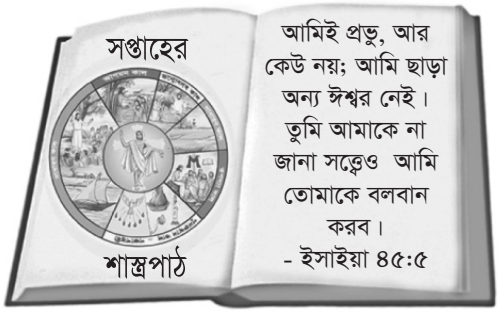

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২ - ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

২২ অক্টোবর, রবিবার
ইসা ৪৫: ১, ৪-৬, সাম ৯৫: ১, ৩-৫, ৭-১০, ১ থেসা ১: ১-৫, মথি ২২: ১৫-২১
বিশ্ব প্রেরণ রবিবার - দান সংগ্রহ

২৩ অক্টোবর, সোমবার
রোম ৪: ২০-২৫, সাম লুক ১: ৬৯-৭৫, লুক ১৪: ১৩-২১

২৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধু আন্তনী মেরী ক্লারেট, বিশপ
রোম ৫: ১২, ১৫, ১৭-১৯, ২০-২১, সাম ৪০: ৬-৯, ১৭, লুক ১২: ৩৫-৩৮

২৫ অক্টোবর, বুধবার
রোম ৬: ১২-১৮, সাম ১২৪: ১-৮, লুক ১২: ৩৯-৪৮

২৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
রোম ৬: ১৯-২৩, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১২: ৪৯-৫৩

২৭ অক্টোবর, শুক্রবার
রোম ৭: ১৮-২৫, সাম ১১৯: ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৯৩, ৯৪, লুক ১২: ৫৪-৫৯

২৮ অক্টোবর, শনিবার
সাধু সিমোন ও সাধু যুদা, প্রেরিতদূতগণ, *পর্ব*
এফে ২: ১৯-২২, সাম ১৯: ১-৪, লুক ৬: ১২-১৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯২৫ বিশপ ফ্রান্সিসকো পজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ সিস্টার মেরী লাঙ্গুইদা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার জভান্নি ভানসেত্তি, পিমে (দিনাজপুর)

২৩ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৬৫ সিস্টার মেরী আলাকুক, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৪ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৩৪ ফাদার জুসেপ্পে আর্মানস্কো, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ মাদার জিন মরিন, সিএসসি

২৫ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৫৬ সিস্টার বের্তিল্লা পেল্লেগাত্তা, এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৯ সিস্টার মেরী কার্মেল, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৭ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৩৩ সিস্টার এম. প্যাসিয়েন্সিয়া লুড্ভিগ, সিএসসি
+ ১৯৮৯ সিস্টার রোজা সজ্জি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী আলমা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

ঐশরাজ্যের কারণে কৌমার্য

১৬১৮: খ্রীষ্ট হলেন সকল খ্রীষ্টীয় জীবনের উৎস। খ্রীষ্টের সঙ্গে বন্ধন অন্য সকল পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধনের অগ্রভাগে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর শুরু থেকেই পুরুষ ও নারী, মেষশাবকের যাত্রাপথ অনুসরণের জন্য মহান মঙ্গলময় বিবাহ পরিত্যাগ করেছে, প্রভুর বিষয়ে আসক্ত হয়েছে, তাঁকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করেছে, এবং প্রভু-বরের আগমনে তাঁকে সাক্ষাৎ করার জন্য এগিয়ে চলেছে। খ্রীষ্ট নিজেই কোন কোন ব্যক্তিকে আহ্বান করেছেন এই জীবনে তাঁকে অনুসরণ করতে, যে-জীবনের আদর্শ তিনি নিজেই:

এমন নপুংসক আছে, যারা মাতৃগর্ভ থেকেই সেভাবে জন্মেছে; আর এমন নপুংসক আছে, মানুষই যাদের নপুংসক করেছে; আবার এমন নপুংসক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্যই নিজেদের নপুংসক করেছে, কথাটা যে মেনে নিতে পারে, সে মেনে নিক।

১৬১৯: স্বর্গরাজ্যের কারণে কৌমার্য হল দীক্ষাস্নানে প্রাপ্ত অনুগ্রহেরই অভিপ্রকাশ, খ্রীষ্টের সঙ্গে বন্ধনের সর্বোত্তম শক্তিশালী চিহ্ন এবং তার পুনরাগমনের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা, যা স্মরন করিয়ে দেয় যে, বিবাহ বর্তমানকালের একটি ক্ষণকালীন বাস্তবতা।

১৬২০: বিবাহ সংস্কার ও ঐশরাজ্যের কারণে কৌমার্য উভয়ই প্রভুর কাছ থেকে আসে। তিনিই এগুলোর অর্থ নির্ধারন করেন এবং এমন অনুগ্রহ দান করেন যা তার ইচ্ছানুসারে জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য। স্বর্গরাজ্যের কারণে কৌমার্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং খ্রীষ্টীয় বিবাহের ধারণা- এ দু'য়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, উভয়ে একে অপরকে শক্তিশালী করে।

যে কেউ বিবাহের সুনাম নষ্ট করে, সে কৌমার্যের মহিমা ক্ষুন্ন করে। যে বিবাহকে প্রশংসা করে, সে কৌমার্যকে প্রশংসনীয় ও দীপ্তিময় করে তোলে। মন্দতার সাথে তুলনায় যা ভাল বলে মনে হয়, তা সত্যিকারের ভাল হতে পারে না। সবচেয়ে ভাল এমনই কিছু, যা ভাল বলে স্বীকৃত তার চেয়েও ভাল।

বিবাহ সংস্কার অনুষ্ঠান

১৬২১: লাতিন রীতিতে, দু'জন কাথলিক খ্রিস্টভক্তের মধ্যে সাধারনতঃ বিবাহ সম্পন্ন হয় খ্রীষ্টযাগসহ, কারণ খ্রীষ্টের নিস্তার রহস্যের সঙ্গে সকল সংস্কারের যোগবন্ধন রয়েছে। খ্রীষ্টযাগের মধ্যেই নবসন্ধির স্বরনোৎসব বাস্তবায়িত হয়, যে নবসন্ধিতে খ্রিষ্ট তার মণ্ডলীর সঙ্গে নিজেকে চিরকালের জন্য একাত্ম করেছেন, তাঁর প্রাণপ্রিয় বধূর জন্য নিজের জীবন দান করেছেন। অতএব এটা যথার্থ যে, স্বামী-স্ত্রী, তাদের একে অন্যের নিকট নিজেকে দান করার সম্মতি মুদ্রাঙ্কিত করবে তাদের জীবন নৈবেদ্য খ্রিষ্টের নৈবেদ্যর সঙ্গে যুক্ত ক'রে, যে নৈবেদ্য খ্রীষ্টপ্রসাদীয় যজ্ঞে সর্বদা বর্তমান; তাছাড়া এটাও সমীচীন যে, স্বামী-স্ত্রী খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করবে যাতে খ্রীষ্টের একই দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে যেন তারা খ্রীষ্টেতে 'একদেহ' গড়ে তুলতে পারে।

১৬২২: খ্রীষ্টীয় বিবাহ পবিত্রকরনের একটি সাংস্কারিক ক্রিয়া হিসেবে বিবাহের অনুষ্ঠান হতে হবে আপন প্রকৃতি অনুযায়ী বৈধ, যথাযোগ্য ও ফলপ্রসূ। সুতরাং এটা যথাযথ যে, বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্বে বর ও কনে অনুতাপ সংস্কার গ্রহণ করে নিজেদের প্রস্তুত করবে॥

ফাদার সেন্টু জাখারিয়াস কস্তা

সাধারণ কালের ঊনত্রিংশ রবিবার-ক পূজন বর্ষ

১ম পাঠ : ইসা ৪৫: ১, ৪-৬
২য় পাঠঃ ১ থেসা ১: ১-৫
মঙ্গলসমাচারঃ মথি ২২: ১৫-২১

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা, সাধারণ কালের ঊনত্রিংশ রবিবারে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের বাণী পাঠের আলোকে আমরা ধ্যান করতে পারি "যার যা প্রাপ্য তাকে তা দান করা ও নিজেদের জীবনে ন্যায্যতা সম্পর্কে। যিশু ছিলেন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আইন থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। যিশুর জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষ যেন পাপ মুক্ত হতে পারে।

প্রথম শাস্ত্র-পাঠে- তুলে ধরা হয়, মনোনীত জাতিকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনতে রাজা সাইরাসকে বেছে নেয়া, যেন তিনি ইস্রায়েলকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন। **দ্বিতীয় শাস্ত্র পাঠে**- থেসালোনিকীয় ভক্ত মণ্ডলীর কাছে সাধু পল যা তুলে ধরেন: কাজের মধ্যদিয়ে ধর্মবিশ্বাস, কঠিন পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে ভক্তি ভালোবাসা প্রকাশ এবং ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা। মঙ্গলসমাচারে দেখি, যিশু ইহুদী ধর্মনেতাদের অসৎ অভিপ্রায় এবং ভণ্ডামীর প্রশ্নের যথার্থ উওর দেন। যাকে যা দেয়ার কথা আমরা যেন তা দিতে পারি এবং সর্বত্রই ঈশ্বরকে প্রকাশ করি। সহমর্মিতা, সহভাগিতা, পরোপকারিতা, দয়ার কাজ, নিঃস্বার্থ দান, সেবাকাজ প্রভৃতি একজন মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী। পরিপূর্ণভাবে নিজেকে দান করার মধ্যেই প্রকৃত ভালোবাসা প্রকাশ পায়। উদারভাবে যারা দান করে ও সেবাকাজ করে তারা ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করে।

"মানব পুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসেনি, এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" *(মথি: ২০:২৮)*। একই ভাবে আমরাও সেই সেবার তরে জীবন দানের সাধনায় ব্রতী হই। যতই সেবা করি না কেন তার কেন্দ্র হল স্বয়ং খ্রিস্টের দেখানো সেবার আদর্শ। বাস্তবে আমাদের অনেকের অনেক সম্পদ থাকতে পারে। আমরা সমাজে দেখি, যার আছে তো আছে, যার নেইতো নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো -আমাদের যাদের আছে অন্যের মঙ্গলের জন্য স্বতঃস্ফুর্তভাবে কি করি বা কতটুকু করি? অন্যের উপকার করার সুযোগ থাকলেও তা কি আমরা করি? আমরা কিন্তু আমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। এক্ষেত্রে শুধু ব্রতীয় জীবন নয় বরং সংসারী জীবনে থেকেও সম্পত্তির আসক্তি ও বিলাসিতা পরিহার করে এবং দরিদ্র-বঞ্চিত মানুষের মধ্যে কিছু অংশ দান করে, তাদের জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দ আনার মাধ্যমে যিশুর একজন সক্রিয় শিষ্য হয়ে উঠতে পারি।

বিশ্বাসের যাত্রায় আমরা পৃথিবীতে তীর্থ যাত্রীর মতো বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়ে এগিয়ে চলছি, আমাদের তীর্থস্থান হলো পিতার গৃহ বা স্বর্গ। তীর্থ যাত্রীরা যেমন শুধু অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সঙ্গে নেয় এবং বাকী সবকিছু যাত্রা পথের বাঁধা ও বোঝা বলে ফেলে দেয় তেমনি আমাদেরকেও জাগতিক ভোগ বিলাস ও ধন-সম্পদ, মুক্তি পথের বাঁধা স্বরূপকে বর্জন করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে -জাগতিক বিষয়বস্তু, ধনসম্পদ ও আরাম আয়েশের সব কিছুই অন্যায় বা পাপ। কিন্তু এসবের প্রতি যদি অতিরিক্ত আসক্তি থাকে তবে তা আমাদেরকে ঈশ্বরের নিকট হতে দূরে নিয়ে যাবে। তখন আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই। ঈশ্বরকে পূজা করার পরিবর্তে আমরা ঈশ্বরের দান বা সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করতে আরম্ভ করি। সেজন্যই যিশু বলেছেন যে, ধনীর পক্ষে স্বর্গে যাওয়া খুবই কঠিন।

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলা যেতে পারে, এক ধনী প্রভাবশালী লোক প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে যেতেন নিজের গাড়ী দিয়ে, গাড়ীর চালক গাড়ী চালাতেন। গাড়ীর চালক মনিবের কথা অনুসারে কাজ করতো, তিনি তার সকল কাজে বিশ্বস্ত ছিলেন। ধনী লোকটিও তার কাজে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ধনী লোকটি তার কাজে কখনই বিশ্বস্ত ছিল না। একদিন তারা দু'জনেই পরপারে পাড়ি দিলেন। ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে সাধু পিতর স্বর্গের দ্বারে এসে সেই গাড়ীর চালককে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে লাগলেন। সেখানে উপস্থিত ধনী লোকটি তখন সাধু পিতরকে বললেন, আমি এই গাড়ী চলকের মালিক কোথায় আপনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাবেন, আর আপনিই কিনা আমার গাড়ির চালককে নিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। আপনি আমাকে চিনতে ভুল করছেন, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে নেবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছেন। মৃদু হেসে সাধু পিতর উত্তর দিলেন, আমি ভুল করি নি সাহেব। ঈশ্বর আপনাকে নয়, আপনার গাড়ীর চালককেই নিতে আমাকে পাঠিয়েছেন। কারণ জীবনকালে আপনি অনেক কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু যে সমস্ত দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল তা আপনি সঠিকভাবে করেন নি, আপনি দায়িত্বে অবহেলা করেছেন। কিন্তু এই লোকটি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে এবং তা করতে সব সময় আন্তরিক ছিল।

আজকের পৃথিবীতে সমস্ত সেবামূলক কার্যক্রমের পিছনে যেন একটি স্বার্থ সহজাত বাস্তবতা। রাজনীতিবিদ ত্রাণ সামগ্রী প্রেরণ করে যেন তিনি নির্বাচনে ভোট পান, বিভিন্ন পণ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সামান্য ছাড় দেন যেন ঐ পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রায় প্রতিটি সেবা কর্মের মধ্যে স্বার্থ যুক্ত রয়েছে তাই এখানে চলে অশুভ প্রতিযোগিতা। সেই সেবায় আনন্দ নেই বরং আছে মান হারানোর, ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। আমরাও বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি, উদারতার পরিচয় দিতে পারি। দান করা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তের কর্তব্য। আমাদের কষ্টার্জিত স্বল্প সম্পদ থেকে আমরা যা দান করি তাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। শুধু বৈষয়িক দান নয়, দয়ার কাজ, সুপরামর্শ দান, অন্যের দুঃখের কথা শোনা, সমবেদনা জানানো, অন্যের জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদির মাধ্যমেও আমরা মানুষের মঙ্গল করতে পারি। প্রভু যিশু আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন॥ ❑

বিজ্ঞপ্তি
রেডী ফ্ল্যাট বিক্রয়/ভাড়া হবে

১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২ বেড, ২ বাথ রুম, ড্রয়িং, ডাইনিং ও বারান্দা সহ ফ্ল্যাট বিক্রয়/ভাড়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

পারুল ভিলা

৩০/১, পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল: ০১৭১৬১৪৯৬৫২
(সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা)

বিজ্ঞ/৩৩১/২৩

সনাতন ধর্মের শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সিবিসিবি'র খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের শুভেচ্ছা বাণী

সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মীয় মহোৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী তথা বাংলাদেশের সকল কাথলিক আর্চবিশপ ও বিশপ আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। সনাতন ধর্ম সত্য সাধনায় পরমেশ্বরকে লাভ করার চেতনা দেয়। এই ধর্মের শিক্ষা অনুসারে মানুষ ঐশ রহস্য উদ্‌ঘাটন করে পৌরাণিক কাহিনীর সম্পদ এবং দর্শনের মধ্যদিয়ে কৃচ্ছ সাধন, গভীর ধ্যান এবং আস্থা ও ভালোবাসাসহ ঈশ্বরে নির্ভর করার মধ্যদিয়ে জগতের নানা সংঘাত থেকে মুক্তির অন্বেষণ করে (প্রসঙ্গ: দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ঘোষণাপত্র "অখ্রিস্টান ধর্মসমূহের সাথে মণ্ডলীর সম্পর্ক" অনুচ্ছেদ ৩)। সনাতন ধর্মে আছে বিভিন্ন দেবতার পূজার্চনা এবং দুর্গা-পূজা তথা শারদীয় দুর্গোৎসব এগুলোর মধ্যে প্রধান।

ভাই ও বোনেরা, আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে এই মাতৃস্বরূপিণী দেবী দুর্গার মধ্যদিয়েই পৃথিবীতে ভগবান ঈশ্বরের অবতার। তাই এই মহোৎসবে এ-তো আনন্দ, ঢাক বাজে, খোল বাজে, বাজে বড় করতাল। পূজাকালে হয় শঙ্খ-ধ্বণী, উলুধ্বণী। এই মহোৎসবে ধর্মীয় বৈচিত্রেভরা উপাসনা, দেবীর পূজা-আরাধনা যা শুরু হয় মহালয়া থেকেই। ষষ্ঠি, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই চারটি দিন ধর্মীয় তাৎপর্যে উদ্‌যাপন করে দেবীর মাধ্যমে ভগবানের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়ে দশমীর দিনে হয় দেবীর তথা ভগবানের বিদায়। প্রতীমা বিসর্জন।

যে অধ্যাত্ম সাধনায় সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ দেবতার পূজা-আরাধনা করেন এই দুর্গোৎসবে, এর সাথে খ্রিস্টধর্মের ঔপাসনিক অনেক মিল রয়েছে। উভয় ধর্মেই রয়েছে ধ্যান-প্রার্থনা; বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসাগান; আরতী মহারতি দিয়ে ভগবানের স্তুতি-বন্দনা; খ্রিস্টধর্মে খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুর পূজা-আরাধনা আরতি মহারতিতে, আছে ঘণ্টাধ্বণী যিশুর পূজার্চনায়। সনাতন ধর্মের পুরোহিত পূজাকর্মের পরিচালন সাধন করেন পূজা-মণ্ডপে, যে-মণ্ডপ হিন্দুদের জন্য পবিত্র; যেখানে প্রবেশ করেন মাত্র সেই পুরোহিত। খ্রিস্টধর্মের চিরকুমার যাজক পবিত্র গির্জা ঘরের। পুণ্য বেদী-মঞ্চে থেকেই খ্রিস্টযজ্ঞ পরিচালনা করেন। সনাতন ধর্মের নাম-জপ, ভগবানের কীর্তন, ভজন এমনসব আধ্যাত্মিক অনুশীলন খ্রিস্টধর্মের অধ্যাত্ম সাধনেও বিদ্যমান। যিশু-নাম জপ, উপাসনায় আরতি, মহারতি, ঈশ্বরের বাণী-ধ্যান, নীরব-ধ্যান; পবিত্র জল সিঞ্চন, উপাসনায় উপাসনার আমেজে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, উপাসনায় ঘণ্টাধ্বণী ইত্যাদি সনাতন ধর্মের উপাসনার আমেজে খ্রিস্টধর্মকে উপাসনার আমেজে মিলন করে দেয়। আর সনাতন ধর্মের উল্লেখিত এই বৈশিষ্টগুলো চোখে পড়ে বিশেষভাবে দুর্গাপূজার মাহেন্দ্রক্ষণে।

দুর্গার আগমনে হয় সকল দুর্গতির অবসান ভগবানের বিভিন্ন পুণ্য শক্তির ক্ষমতাগুণে। সেই অশুর মন্দের প্রতীক; দশটি হস্ত পবিত্র ভগবানের পুণ্য শক্তির প্রকাশ। তাই তো, দুর্গাপূজোর বাণীই হল : মন্দের সংহার, পুণ্যের অবতার: শান্তি, সম্প্রীতি, ঐক্য ভ্রাতৃত্ব যা সর্বজনীন। বর্তমান পৃথিবী একদিকে ভীষণ প্রগতিশীল আবার অন্য দিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ। অতএব এই পূজোৎসবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে আমাদের সবার প্রার্থনা হবে বিশ্ব শান্তির জন্য, প্রার্থনা এবং আমাদের বাংলাদেশের জনগণের জন্য, যে প্রার্থনা ও সাধনা তা হলো: আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রী।

এই শারদীয় দুর্গোৎসবে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র পক্ষে এবং সকল খ্রিস্টবিশাসীর পক্ষে সনাতন ধর্মের সকল ভাইবোনদের প্রতি জ্ঞাপন করি শারদীয় শুভেচ্ছা। ঈশ্বর ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুণ।

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি
সভাপতি

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
সেক্রেটারী

সিবিসিবি খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন
বাংলাদেশ

“সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” বিষয়ক কাথলিক মণ্ডলীর সিনডের প্রথম অধিবেশন

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি’রোজারিও সিএসসি

ভাটিকানে কাথলিক মণ্ডলীর বহুদিনের প্রতীক্ষিত সিনডের প্রথম অধিবেশন গত ৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। এই সিনডের বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা, মতামত, ভয়-ভীতি-শঙ্কা, অস্পষ্টতা ও সন্দেহ এবং মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন নিয়ে অনেকে অনেক ধারণা পোষণ করেছেন। তাই এই সম্পর্কে কিছু সঠিক তথ্য দেয়া প্রয়োজন বিধায় এই বর্তমান লেখাটির উদ্দেশ্য। এর ফলে আমরাও যেন চিন্তা-ভাবনায় ও প্রার্থনা-ধ্যানের মাধ্যমে মণ্ডলীর সিনডে অংশগ্রণ করতে চাই।

সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী প্রথমত, অনেকের কাছে নতুন ধারণা। দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীতে বিশপ, যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও ভক্তজনগণ একসঙ্গে যাত্রা করবে, বিভিন্ন বিষয়ে আত্মার অবধারণ করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, প্রভৃতি কাজে আমরা সবাই ততোটা অভ্যস্থ নই। তৃতীয়ত, বর্তমান সিনড আগের সিনডের মতো নয়; এবারের সিনডের ভোট অধিকারসহ সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৩৬৫জন। তার মধ্যে প্রথমবারের মতো পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় ৭০ জনকে মনোনয়ন দিয়েছেন, যারা বিশপ নন, যাদের মধ্যে আছে যাজক, সন্ন্যাসব্রতী, ভক্তজনগণ পুরুষ ও নারী (৩৭জন নারী সদস্য)। তাদেরকে নিয়ে যে একটি মণ্ডলী, একটি মিলনসমাজ তা সবকিছুতে: সিনড উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা, সদস্যদের স্থান নির্ধারণ, সামগ্রিক আয়োজন, বসার স্থান-বিন্যাস, গোল-টেবিলে বসার ধারা, প্রভৃতিতে স্পষ্ট আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

“সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী” বিষয়ক সিনডটি দুটো অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হবে তা পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম অধিবেশন এবছরে ৪ঠা থেকে ২৯শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর, অর্থাৎ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বান:

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস “সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলীর সিনড” আহ্বান করেছেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ সাধু ত্রয়োবিংশ যোহন দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা আহ্বান করেছিলেন। মণ্ডলীর নবীকরণের জন্য আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন: “মণ্ডলীর জানালা খুলে দাও যেন বিশুদ্ধ বায়ু মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে পারে।” দ্বিতীয় মহাসভায় বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস যোগদান করেন নি। কিন্তু সেই দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার নবায়ন বাস্তব করার জন্য তিনি আবার আহ্বান জানাচ্ছেন: “মণ্ডলীর দরজা খুলে দাও, দরজা বন্ধ করে রাখ না”। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে মণ্ডলীর জন্য তৃতীয় ভাটিকান মহাসভা প্রয়োজন। পোপ ফ্রান্সিস বলেন তৃতীয় ভাটিকান মহাসভার জন্য আমরা এখনও পরিপক্ক নই। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার নির্দেশনা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। আর এর জন্যই ‘সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী”র জন্য সিনডের প্রয়োজন, এবং তার আয়োজন ও উদ্‌যাপন। সিনড হচ্ছে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একসঙ্গে, পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অবধারণ ক’রে, মণ্ডলীকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক ও মিশনধর্মী করে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত করবে ও মহাসভার গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে।

বিগত দশ বছরে পোপ ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে আমার কাছে যে বিষয়টা খুবই স্পষ্ট তা হচ্ছে: তিনি উত্তম মেষপালক যিশুর বিশ্বস্ত অনুসারী। পোপ মহোদয়, পিতা ঈশ্বরের পুত্র মানবদেহধারী যিশুর দৃশ্যমান উপস্থিতি হয়ে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যিশুর প্রচারিত মঙ্গলসমাচার অনুসারে নিজে জীবনযাপন ক’রে, খ্রিস্টমণ্ডলী ও বিশ্বের সবার কাছে সেই মঙ্গলসমাচার তুলে ধরেন এবং সবাইকে সেই মঙ্গলসমাচারের দিকে নিয়ে আসার প্রেরণা দান করেন।

উত্তম মেষপালক যিশু, ঈশ্বরের সুখবর বা সুসমাচার প্রচার করতে গিয়ে তিনি সকল মানুষের সাথে একাত্ম হয়েছেন, সাধারণ মানুষের সাথে মিশেছেন, সমাজের পরিত্যক্ত, প্রান্তিক ও অস্পৃশ্য মানুষকে কাছে টেনে নিয়েছেন, পাপীদের আপন করে নিয়েছেন, তাদের কাছে ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা প্রকাশ করেছেন, যিশু মানুষকে দণ্ড দিতে আসেননি, ধার্মিকদের জন্য আসেননি, সুস্থদের জন্য আসেননি, তিনি এসেছেন অসুস্থদের জন্য। যিশু তৎকালীন সমাজের অনেক নেতৃবর্গ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন ও কঠিন কথা বলে তাদের অন্যায়ের পথ বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। যিশু কিন্তু ঈশ্বর-পিতার রাজ্য – ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, ন্যায্যতা ও শান্তির রাজ্য ঘোষণা করতে অবহেলা করেননি। বরঞ্চ “আর পাপ করো না” বলে নির্দেশ দিয়েছেন এবং “মন-পরিবর্তন করো, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ কর” বলে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমরাও পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মধ্যে যিশুর মনোভাব ও আচরণ দেখি। অন্যকে বলার আগে তিনি নিজ জীবনে তা অনুশীলন করেন। পালক যিশুর অনুসরণে পালকীয় প্রেমের খাতিরে বর্তমান যুগের পাপীদের দণ্ড দিতে তিনি কে? বলে প্রশ্ন রেখেছেন; মণ্ডলীকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেখানে শত্রু-মিত্র কেউ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত নয়। মণ্ডলীতে মেষপালকের ভূমিকায় যারা আছেন তাদের শরীর থেকে যেন মেষের গন্ধ পাওয়া যায়, অর্থাৎ তারা যেন জনগণের সাথে একাত্ম থাকেন।

প্রভু যিশুর আদর্শে, পোপ মহোদয়ের এই পালকীয় পদ্ধতি অনুসরণ নিয়ে কোন কোন ব্যক্তি ঐশপ্রত্যাদেশে ব্যক্ত ঐশতাত্ত্বিক ও ধর্মতাত্ত্বিক সত্যতা ও মণ্ডলীর প্রচলিত শিক্ষা-পরম্পরার পরিপন্থী বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং পোপ মহোদয়ের নিকট তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন। যে বিষয়গুলো নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের মতামত ব্যক্ত হয়েছে তা হল: বিবাহের ঐক্য ও অবিচ্ছেদ্যতা, দ্বিতীয় বিবাহ-করা ব্যক্তিদের কমূনিয়ন গ্রহণ, সমকামীদের (তথাকথিত) বিবাহ আশীর্বাদ; নারীদের পুণ্যপদাভিষেক সংস্কার প্রদান, ইত্যাদি।

সিনড-অধিবেশন শুরুর পূর্বেই পোপ মহোদয় কয়েকটি ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন যে: বিবাহ এক এবং অবিচ্ছেদ্য; সমকামীদের বিবাহ-আশীর্বাদ কোনভাবে বিবাহ-সংস্কার বলে গণ্য হবে না; নারীদের পুণ্যপদে অভিষিক্ত করা সম্ভব নয়। এই নির্দেশ দিয়ে পোপ মহোদয় অযথা বাড়তি আলোচনা থেকে, যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে অযাচিত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং

সিনডের মূল আলোচনা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন। উপরোক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বলে গোটা মণ্ডলীতে সিনড প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিশেষ ভাবে: মণ্ডলীকে মিলন-সমাজ, অংশগ্রহণমূলক এবং মিশনধর্মী করার উদ্দেশে। এই সিনড-প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মা কী প্রকাশ করেন তা শোনার প্রচেষ্টা সিনডে আছে।

সিনডের দূরবর্তী ও আশু প্রস্তুতি

বিগত দু'টো বছরে তৃণমূল পর্যায়, বিশেষ করে ডাইয়োসিসের প্যারিশ পর্যায় থেকে শুরু করে, দেশীয় ও মহাদেশীয় পর্যায়ে অনেক তথ্য ও আলোচনা-পর্যালোচনা-সমালোচনার মধ্যদিয়ে, পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত লিপিবদ্ধ ক'রে এবং এমন কি ব্যক্ত করা কিছু ভয়-ভীতি ও সন্দেহ সম্বলিত করে প্রথমে একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সকলকে অবগত করা হয়েছে।

উক্ত সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে সিনড অধিবেশনের জন্য একটি কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করা হয় যা বর্তমান অধিবেশনের পূর্বেই স্থানীয় মণ্ডলী ও মণ্ডলীর বিভিন্ন কার্যালয়ে ও সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা হয় পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ। এই কার্য-প্রণালীকে ভিত্তি করেই বর্তমান সিনড পরিচালিত হচ্ছে।

সিনড-অধিবেশনের আশু প্রস্তুতি হিসেবে ৩০ সেপ্টেম্বর ভাটিকানের সাধু পিতরের গির্জার চত্তরে দু-ঘন্টা ব্যাপী একটি আন্তঃমাণ্ডলিক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রার্থনা সভায় পুণ্যপিতা পোপসহ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল: খ্রিস্টীয় ঐক্যের সাক্ষ্যদান প্রার্থনায় আন্তঃমাণ্ডলিক সমর্থন, এবং পবিত্র আত্মাকে সম-কণ্ঠে আহ্বান করা কেননা তিনিই সকল ঐক্যের উৎস ও পরিচালক। অবাক হয়েছি দেখে যে, তেইজে ব্রাদারদের পরিচালনায়, যুবারা অনুষ্ঠানের অধিক-অংশ সঞ্চালন করেছে। প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে "নীরবতা" পেয়েছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব; "নীরবতা" সামগ্রিক ও অন্তর্নিহিত ভাব ও বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

পরবর্তীতে ১-৩ অক্টোবর, সিনড-সদস্য ভক্তজনগণ, যাজক, বিশপ/আর্চবিশপ ও কার্ডিনালগণ মিলিত হন ত্রি-দিবসিক একটি নির্জন ধ্যানে। নির্জন ধ্যানটি পরিচালনা করেন ডমিনিকান সংঘের প্রাক্তন প্রধান শ্রদ্ধেয় ফাদার তিমথি রেডক্লিফ, ও.পি.। এই ধ্যান-সভাটি ছিল সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি। সিনডের কার্যপ্রণালিতে এমন কিছুই নেই যা তিনি তার উপদেশে উল্লেখ করে নির্দেশনা দেননি। ধ্যানের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল: সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী – সিনডের প্রকৃত অর্থ; নিরাশার মধ্যে আশা; ঈশ্বরের ঘরে আমাদের বাস আর আমাদের ঘরে ঈশ্বরের বাস; বাণী-প্রচার: বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপ (এম্মায়ূসের পথে); মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ; সত্যের আত্মা – আত্মায় সংলাপ; খ্রিস্টযাগে দেওয়া অন্যান্য উপদেশ।

সিনডের আশু প্রস্তুতি হিসেবে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় সিনডের শুরুতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন যার মাধ্যমে সিনডের ধারা, সিনডের লক্ষ্য ও সফলতা ও সিনডের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করেছেন। এখানে পোপ মহোদয়ের কয়েকটি উক্তির অবতারণা করছি:

১) "এই সিনডে আমরা যারা এসেছি আমাদের কোন জাগতিক লক্ষ্য, পরিকল্পিত ও অভিষ্ট কৌশল-পদ্ধতি, রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ অথবা কোন আদর্শবাদ নিয়ে যুদ্ধ করার ভাবনা নেই। সিনড কোন সংস্কার-পরিকল্পনার জন্য কোন সংসদ সভা নয়। আমরা এসেছি যিশুর দৃষ্টির সামনে একসঙ্গে পথ চলতে, যে যিশু ঈশ্বরের প্রশংসা করেন এবং যারা শ্রান্ত ও নির্যাতিত তাদের আমন্ত্রণ জানানো"।

২) "যিশুর দৃষ্টি আমাদেরকে আনন্দমনে মণ্ডলী হতে, ঈশ্বরের কাজ ধ্যান করতে এবং বর্তমানে তা অবধারণ করতে আহ্বান করে।

৩) পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর পূর্বসূরী পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন, দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার শুরুতে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: "মণ্ডলীর পিতৃগণের কাছ থেকে যে পুণ্য পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছে সেখান থেকে মণ্ডলী সরে যেতে পারে না। কিন্তু একই সময়ে মণ্ডলীকে বর্তমানের পরিস্থিতি দেখবে, আধুনিক জগতে জীবনযাপনের যে নতুন অবস্থা ও প্রণালী দেখা যাচ্ছে তা কাথলিক প্রৈরিতিক কাজের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করছে তারও অবধারণ করতে হবে।"

৪) পোপ মহোদয় আরও বলেন যে, "আমাদের মনে হয়, যারা 'বিষাদগ্রস্ত প্রবক্তা' রয়েছেন তাদের ব্যাপারে আমাদের ভিন্নমত পোষণ করতে হবে, কেননা তারা সর্বদা ধ্বংসের কথা বলে, তাদের কথা শুনে মনে হয় যেন জগতের অন্তিম সময় এসে গেছে।" এ প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় বলেন যে, পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের মতো আমিও 'প্রভুতে বিশ্বাস করি'। সিনড-সদস্য "আমরা প্রভুরই, আমরা স্মরণ করি যে, এই জগতে আমরা আছি শুধু তাঁকেই জগতে নিয়ে আসার জন্য... আমাদের কোন জাগতিক স্বার্থ নেই; জাগতিকভাবে নিজেদেরকে আকর্ষণীয় করতে চাই না, কিন্তু আমরা চাই জগতের মধ্যে মঙ্গলসমাচারের সান্ত্বনা পৌঁছে দিতে, ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসার সাক্ষ্য প্রত্যেকের কাছে আরও উপযোগী করে দান করতে।"

৫) সিনড-সদস্য সকলকে, এমন কি সমালোচকদেরও, পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন যে, "আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা, আমরা এমন মণ্ডলী হব যা মানুষকে মমতা দিয়ে দেখবে। এমন মণ্ডলী হব যা ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ, যারা উদাসীন তাদের মাঝে প্রেমে জাগ্রত করবে, তাদের জন্য এমন পথ উন্মুক্ত করবে যেন বিশ্বাসের সৌন্দর্য দেখে জনগণ আকৃষ্ট হয়। এমন মণ্ডলী হব যার প্রাণকেন্দ্রে থাকবে ঈশ্বর, যে-মণ্ডলী অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্ন নয়, বাহ্যিকভাবে কারো প্রতি নিষ্ঠুর না হয়। এভাবেই তো যিশু তার মণ্ডলীকে সেইভাবে দেখতে চান, যে মণ্ডলী হয়ে উঠবে তাঁর আপন বধু"। যিশু এমন মণ্ডলী দেখতে চান, যে অন্যের "ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দেবে না, বরঞ্চ বারবার এই বলে আহ্বান করবে: 'এসো, তোমরা যারা শ্রান্ত ও নির্যাতিত, এসো, তোমরা যারা পথ হারিয়ে ফেলেছো অথবা মনে করছো তোমরা অনেক দূরে সরে গেছো, এসো, তোমরা যারা প্রত্যাশার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছো: তোমাদের জন্য মণ্ডলী তোমাদের পাশে আছে।' মণ্ডলীর দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত, প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত।"

৬) সিনড-সদস্যদের আরও বললেন: "আমাদের সামনে যে সকল কষ্ট ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেখানে যিশুর আশীর্বাদিত এবং স্বাগত দৃষ্টিতলে অবস্থান ক'রে আমরা যেন বিপজ্জনক প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকি, অর্থাৎ জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে মণ্ডলীকে যেন কঠোর ক'রে না তুলি; আবার মণ্ডলীকে যেন এমন উদাসীন করে না ফেলি, যে মণ্ডলী জগতের সকল ফ্যাশনের প্রতি গা ভাসিয়ে দেবে; ক্লান্ত হয়ে মণ্ডলী যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে না রাখে।"

৭) সিনড-উদ্বোধনী নির্দেশনার পরিসমাপ্তিতে পোপ মহোদয় বলেন: "এসো একসঙ্গে পথ চলি: বিনম্রতার সাথে, আগ্রহভরে

ও আনন্দচিত্তে পথ চলি। আসিসির ফ্রান্সিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যিনি দরিদ্রতা ও শান্তির সন্তজন ছিলেন, যিনি 'ঈশ্বর-পাগল', যিনি যিশুর পঞ্চক্ষত আপন দেহে ধারণ করেছেন, যিটি যিশুকে পরিধান করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিবস্ত্র করেছেন।"

৮) পোপ ফ্রান্সিস মণ্ডলীর আদি পিতৃগণের রচনাবলি উল্লেখ করে বলেন যে, মণ্ডলীর পরিচালক হচ্ছেন পবিত্র আত্মা: মানবজীবনের পরিত্রাণ পূর্ণভাবে সাধিত হয় পবিত্র আত্মারই দ্বারা। (ক) মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা গভীরতা ও বিচিত্রতা উজ্জ্বল করে তোলে: পঞ্চশত্তমীর মতো মণ্ডলীতে ঝড় সৃষ্টি করে। (খ) পরিত্রাণ-ইতিহাসে পবিত্র আত্মা সম্প্রীতি সৃষ্টি করেন যার ফলে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে মিলনের বন্ধন সৃষ্টি হয়। (গ) পবিত্র আত্মা হাত ধরে মণ্ডলীকে পরিচালনা করেন এবং সর্বদাই মণ্ডলীকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। (ঘ) পবিত্র আত্মাই মণ্ডলীকে সৃষ্টি করেন। (ঙ) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করেন।

সিনড-অধিবেশন চলা কালে পোপ মহোদয় আরও কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যার উল্লেখ নিম্নে করা হল:

প্রথমত, সিনড-অধিবেশনে ও ছোট দলে যা-কিছু আলোচনা হয় সে বিষয়ে যেন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

দ্বিতয়ত, সিনডের কাজ হচ্ছে "সমবেতভাবে আত্মায় অবধারণ করা"। সিনডের ভূমিকা হচ্ছে আত্মায় অবধারণ করে মতামত প্রকাশ করা; জনগণের বিশ্বাসবোধ থেকে সেই মতামত ব্যক্ত হয় বলে তার গুরুত্ব অনেক। তবে পরবর্তী ধাপে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও পোপ মহোদয় কর্তৃক পবিত্র আত্মায় অবধারণ করার পর ধর্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা সম্পর্কে মণ্ডলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মতামত প্রকাশ করা, ভোট দিয়ে মতামত প্রকাশ করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার মণ্ডলীর উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত।

উপসংহারে বলতে চাই যে, রোমে অনুষ্ঠিত সিনড-এর সঙ্গে আমরা সবাই আত্মিক ও বাস্তবিকভাবে সম্পৃক্ত। আমাদের সম্পৃক্ততা শুধু তথ্য জানার মধ্যে সীমিত নয়। সিনডের লক্ষ্য, ভাবধারা, কার্যপ্রণালী, আত্মায় সংলাপ এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আমরা সবাই একসঙ্গে যাত্রা করছি। সিনড-এর মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কী বলেন সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া, আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করা এবং আমাদের আত্মনিয়োজন সুদৃঢ় করা হবে সিনড-সদস্যদের সাথে আমাদের একসঙ্গে পথচলার ধারা। প্রার্থনায় আমাদের প্রতিনিধিদের সাথে একাত্ম হব। এই একাত্মতা মণ্ডলীর মধ্যে মিলন-সমাজ গঠন করতে, অংশগ্রহণমূলক মণ্ডলী গড়ে তুলতে এবং মণ্ডলীর মিশন সম্পন্ন করতে আমাদেরকে আরও তৎপর ও সক্রিয় করবে।

তথ্যসূত্র:

1. Rev. Fr. Timothy Redcliff, OP, Five Meditations for the Retreat to the Synod Members, October 1-3, 2023.
2. Pope Francis: Collection of Patristic Texts for the Opening of the Synod's Work
3. Pope Francis, Homily at the Solemn Inauguration of Synod at the Concelebrated Mass (St. Peter's Square)
4. Gerard O'Connell, Analysis: The synod is not Vatican III. It's Pope Francis' implementation of Vatican II, October 04, 2023
5. Gerard O'Connell, Synod Diary: A synod doesn't decide—it discerns, in AMERICA
6. 1st General Congregation Report from the General Relator By Jean-Claude Card. Hollerich, Relatore generale SYNOD.VA (CNUA). ❑

Reg. No. 1209/1970

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED

৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫ সোসাইটির ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Peter Gomes
পিটার গমেজ
চেয়ারম্যান

ডমিনিক রঞ্জন গমেজ
সেক্রেটারী

বিজ্ঞ/৩২৪/২৩

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা ও শারদীয়া

উৎপল চন্দ্র মণ্ডল

ছবি: ইন্টারনেট

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।

দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্তু তে অর্থাৎ, হে দেবী! তুমি জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধা-রূপিণী, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে তাই বলা হয়েছে- 'হে দেবী আপনি সমস্ত জগতের মূল কারণ। আপনি সত্ত্বাদি গুণময়ী হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশভূত। কারণ, আপনিই সকলের আশ্রয়স্বরূপা। আপনি ষড়বিকাররহিতা পরমা আদ্যা-প্রকৃতি।'

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত আছে প্রাচীনকালে রাজা সুরথ একদা অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সর্বহারা হয়ে সবকিছু ছেড়ে বনে গমন করেন। সেখানে মেধা মুনির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। রাজা সুরথের কাছে তার দুর্দশার কাহিনী শোনার পর মুনি বলেন "বিশ্ব সংসারের পালনকর্তা শ্রী বিষ্ণুর যে মহামায়া শক্তি তার প্রভাবেই এমনটা হয়ে থাকে, তবে মহামায়া শক্তি প্রসন্ন। হলে মানবের মুক্তি ঘটে।" মুনির উপদেশ পেয়ে রাজা মাটির প্রতিমা গড়ে তিন বৎসরকাল কঠোর তপস্যা করলে দেবী প্রসন্ন হয়ে রাজাকে দর্শন দেন এবং রাজার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। সেই সময় থেকে বসন্ত কালকে উপযুক্ত নির্ধারণ পূর্বক বাসন্তী পূজা নামে দেবী দুর্গার পূজার প্রচলন হয়।

আর শরৎকালে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে সব দেব-দেবীর মতো মহামায়া দেবী দুর্গা নিদ্রিত থাকেন। রাক্ষসরাজ রাবণের হাত থেকে সীতাদেবীকে উদ্ধারকল্পে রামচন্দ্র অকাল বোধনের মাধ্যমে দেবীকে মর্তে আহ্বান করেন এবং পূজায় সন্তুষ্ট করে। সেই থেকে শরৎকালেও শারদীয় দুর্গাপূজার প্রচলন হয়।

পৌরাণিক মতে দেবী পার্বতীর দুর্গার রূপের নয়টি রূপকে নবদুর্গা নামে আক্ষায়িত করা হয়। এই নবদূর্গা হলো, শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মন্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়ানী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। দেবী দুর্গা বছরের বিভিন্ন সময় এই নবরূপে পূজিত হয়ে থাকে।

চণ্ডীর বর্ননা অনুযায়ী পুরাকালে দুর্গম নামক এক অসুর, জীবের দূর্গতি ঘটানোই যার কাজ ছিলো, সেই দুর্গম অসুরকে বধ করার পর থেকে দেবীর নাম হয় দুর্গা এবং দুর্গম অসুরকে বধ করে জীবের দুর্গতি নাশ করেছিলেন বলে দেবীকে দুর্গতিনাশিনী বলা হয়।

মহাভারতের বিরাট পর্বের ২৪ তম অধ্যায়ে বর্নিত আছে মহারাজ যুধিষ্ঠিরও বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য মা দুর্গার আরাধনা করেছিলেন।

যা দেবী সর্বভুতেসু শক্তিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমো।

দেবী শক্তিরূপে যুগে যুগে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই মা দুর্গা আদ্যশক্তি, মহামায়া, ব্রহ্মসনাতনী, মহিষাসুরমর্দিনী, শালিনী, কালিকা, ভারতী, অম্বিকা, গিরিজা, বৈষ্ণবী, হৈমাবতী প্রভৃতি নামে পূজা করা হয়।

দেবী দুর্গা হলো মাতৃরূপে, পিতৃরূপে, শক্তিরূপে, শান্তিরূপে, বিদ্যারূপে আবির্ভূতা এক মহাশক্তি। অসুর অর্থাৎ অপশক্তির বিনাশে দেবতাগণ তাদের সম্মিলিত শক্তিতে সৃষ্টি করেছেন এই মহাশক্তি মহামায়া।

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী শিবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজ থেকে কেশ, বিষ্ণুর

তেজ থেকে বাহুসমূহ, চন্দ্রের তেজে বক্ষ, দেবরাজ ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুনের তেজে জঙঘা ও উরু, ধরার তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল সৃষ্টি হয়। দেবতাগণ নিজেদের অস্ত্রে দেবীকে রণসাজে সাজিয়ে তোলেন। মহাদেব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, বরুন দিলেন শঙ্খ, ব্রহ্মাদেব দিলেন পদ্ম, অগ্নিদেব দিলেন শক্তি আর হিমালয় দিল বাহন সিংহ। আর দেবী রণমূর্তিতে নাশ করেছিলেন মহিষাসুরকে এবং দেবতাদের স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন।

শারদীয়া বাংলার ঘরে ঘরেঃ

দেবী দূর্গার উগ্র রুদ্র রূপের বিপরীতে একটা স্নেহপূর্ণা মাতৃরূপও রয়েছে। তাইতো দেবী মাতৃরূপেই প্রতি বছর ধরায় আসেন।

এ যেন বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রতীক স্বরস্বতী, সমৃদ্ধির প্রতীক শ্রীলক্ষ্মী, শৌর্য ও বীরত্বের প্রতীক কার্তিক, সিদ্ধিদাতা গনেশ এবং সর্বমঙ্গলের প্রতীক সরূপ দেবাদিদেব মহাদেবসহ সম্মিলিত প্রকাশ।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাইতো বলেছেন মাটির তৈরি প্রতিমার মধ্যে ভক্তগণ চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তিকে দর্শন করেন। তাই ভক্তগণ প্রতিমাকে পূজা করে না পূজা করেন প্রতিমাতে অর্থাৎ চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তিতে।

বাঙালি মাত্রই উৎসবপ্রিয় জাতি। আর শরৎ উৎসব জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির সর্বজনীন উৎসব, প্রাণের উৎসব।

আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষকে বলা হয় দেবীপক্ষ। মহালয়ায় দেবী বোধনের মাধ্যমে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। মহাষষ্ঠী হইতে মহানবমী পর্যন্ত দেবী ভক্তদের দ্বারা পূজিত হন। বিজয়া দশমীতে ভক্তগন সিঁদুর খেলে সজল নয়নে দেবী বিসর্জনের মাধ্যমে মাকে বিদায় জানান। আবার প্রহর গোনা শুরু একটি বছরের, মায়ের আবার শুভ আগমনের।

স্বামী বিবেকানন্দ অষ্টমী তিথিতে একজন কুমারী মেয়েকে মাতৃশক্তির প্রতীক হিসাবে মাতৃজ্ঞানে পূজা করার মাধ্যমে কুমারী পূজার প্রচলন করেন তাই সারা বিশ্বে রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলিতে অষ্টমী তিথিতে কুমারী পূজা হয়ে থাকে।

সনাতন ধর্মের অনুসারীগণের পূজার্চনা ও আচারের অংশটুকু বাদ দিলে পুরো শারদীয় আনুষ্ঠানিকতা যেন সপ্তাহ ব্যাপি বাঙালিকে মাতিয়ে রাখে। হিন্দুর ঘরে ঘরে তৈরি করা নারু-লুচি-সন্দেশে যেন সকলের অলিখিত অধিকার। আর এক সাথে উৎসবে শামিল হয়ে নারু-লুচি-সন্দেশ খাওয়া বাংলার যুগযুগান্তরের ঐতিহ্য।

২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মায়ের আগমন ও প্রস্থান দুইটিই হবে ঘোটকে চড়ে। শাস্ত্রমতে একই বাহনে দেবীর এই আগমন ও প্রস্থান ধরার অশুভরই ইঙ্গিত বহন করে। তবুও মায়ের ধরাধামে অবস্থানের নির্মল আনন্দটুকু থেকে ভক্তগণ কোনভাবেই নিজেদরকে বঞ্চিত করতে চান না। প্রত্যেক সনাতন ধর্মের মানুষ বিশ্বাস করে ভক্তি সহকারে মায়ের চরণে যে কোন নিবেদনে মা মনোবাঞ্ছা নিশ্চয়ই পুরণ করেন। এবং দুর্গতিনাশিনী সকল দুর্গতির নাশ করবেন।

পরিশেষঃ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান বিনষ্টে একটা স্বার্থান্বেষি মহল তাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিক স্বার্থ হাসিলে কাজ করে যাচ্ছে। এই অবস্থা করো কাম্য নয়।

আমি বিশ্বাস করি সকল মুক্তমনা বাঙালি জাতীয়তা হৃদয়ে ধারণকারি প্রত্যেকটা মানুষ কুচক্রীদের একদিন সর্বোতভাবে বর্জন করবে। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে শারদীয় দুর্গোৎসব হবে প্রাণের উৎসব, সকল ধর্মের সকল মতাদর্শের মানুষের সেতুবন্ধন। সারাদেশে বেজে উঠবে মঙ্গলের জয়ধ্বনি॥ ❑

ঊনবিংশ মৃত্যুবার্ষিকী

"ও যে মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে,
ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ
করে দে সবার"।

আমাদের সকল কাজে,
সকল প্রার্থনায়,
তুমি থাকবে চিরকাল।

হিউবার্ট গমেজ
জন্ম : ২৮.০৬.১৯৪৪
মৃত্যু : ২৬.১০.২০০৪

পরিবারের পক্ষে,

সুপর্ণা এলিস গমেজ
পিউস রোজারিও
এবং
শঙ্খ নীলাম্বিত রোজারিও

মালতী গমেজ
ডা : জেমস রবার্ট গমেজ, অপর্ণা এ্যানি গমেজ, উপাসনা রুথ গমেজ, ম্যাগডেলিন রিটা গমেজ
সঞ্জয় ডার্লিন গমেজ, জ্যোতি গমেজ, মায়া গমেজ ও রূপ গমেজ
ক-১১৬/১৯/২, দক্ষিণ মহাখালী, গুলশান ঢাকা-১২১২

বিপ্র/৩২৬/২৩

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

"তুমি দিয়েছিলে, তুমিই নিয়েছ প্রভু,
ধন্য তোমার নাম।
তোমারি পৃথিবী, তোমারি স্বর্গ,
পুণ্য সকল ধাম।।"

প্রয়াত প্রভাত জেম্‌স গমেজ
জন্ম: ৭ আগষ্ট, ১৯৪২
মৃত্যু: ২২ অক্টোবর, ২০১৪
গ্রাম: জয়রামবের,
পো:অ: রাঙ্গামাটিয়া,
থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বাবা,
দেখতে দেখতে ৯ টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেছ স্বর্গীয় পিতার কাছে। বাবা, আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবো না কোন দিন। তোমার স্নেহ, ভালোবাসা, তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি সর্বদাই। বাবা, তোমার অভাব প্রতিটি ক্ষণে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মুহূর্তে তোমাকে অনেক বেশি মনে পড়ে। আজ এই দিনে স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের বাবাকে চিরশান্তি ও শ্বাশত জীবন দান করেন। তুমি ছিলে অতি সৎ, নীতিবান, দয়ালু, অতিথিপরায়ন, মিশুক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ।
আমরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি, তুমি আছ পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চিরশান্তির ঐ স্বর্গধামে। বাবা, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর যেন আমরা খ্রিস্টীয় আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সুখে, শান্তিতে ও সৎ ভাবে আমাদের মাকে নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-

আমাদের মা: জ্যোৎস্না গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ: রকি- স্নিগ্ধা, রাজু-মৌসুমী ও সাজু-স্নিগ্ধা
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: রনিতা-প্রদীপ, লাভলী-প্রশান্ত ও কবিতা-লরেন্স
এবং আদরের নাতি-নাতনী ও আত্মীয়স্বজন

বিপ্র/৩২৭/২৩

দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গা

অ্যাডভোকেট পলাশ কুমার রায়

ছবি: ইন্টারনেট

শিশির ভেজা শারদ ঊষায় বাঙালির ঘুম ভাঙ্গে, সেই চির পরিচিত উদাত্ত আহ্বান "যা দেবী সর্বভূতেষু..." । পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের শুরু অর্থাৎ মহালয়ার মধ্যদিয়ে দুর্গাপূজার মহোৎসব শুরু হয়ে যায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাড়ায় পাড়ায় এখন মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জার প্রস্তুতিতে দিনরাত এক করে ফেলেছেন আয়োজকরা।

মহাভারতে বলা হয়েছে 'দুর্গা তারয়সে দুর্গে তত্ত্বং স্মৃতা জনৈঃ। অর্থাৎ সকল দুর্গতি থেকে পরিত্রাণ করেন বলেই দুর্গা নামে তিনি পরিচিতা। জগতের সকল অশুভ শক্তিকে বিনাশ করেন, সমস্ত দুঃখকে তিনি দূরীভূত করেন এবং শুভ শক্তির উদ্‌ঘাটন করেন। জগতের কল্যাণ করেন বলেই তিনি মহাশক্তি দুর্গা। জগতের দুঃখকে যিনি দূর করেন, যিনি মানুষকে আনন্দ দান করেন এবং দুঃখ দুর্গতি তারণ করেন বলেই তাঁর দুর্গা নামের স্বার্থকতা, সেজন্যই দুর্গা হলেন দুর্গতিনাশিনী। যাঁর আগমনে জগতের সকলের মধ্যে আনন্দের এক প্লাবন ধারা বহে যায়। যার আগমনকে কেন্দ্র করে স্বল্প সময় হলেও সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়। সকল শ্রেণীর মানুষের মনে লাগে আনন্দের দোলা। জানা যায় রাজা সুরথ সমাধিকৃত বসন্তকালের বাসন্তী দুর্গাপূজা অদ্যাবধি প্রচলিত থাকলেও শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্রকৃত শারদীয় দুর্গাপূজার বিবরণ পাওয়া যায় কবি কৃত্তিবাসী রামায়ণে। কালক্রমে অকালবোধন সংযুক্ত শরৎকালের দুর্গাপূজাই অধিক ব্যাপকতা লাভ করেছে। সেজন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধনের মাধ্যমে যে দুর্গাপূজোর আয়োজন করেছিলেন তা ছিল দশভূজা ও দশপ্রহরণধারিণী দেবীর মাতৃমূর্তি ।

দুর্গা কথাটিকে বিশ্লেষণ করলে এরকম দাঁড়ায় যিনি নিস্তারিনী, বিপদনাশিনী, দুর্গতিনাশিনী। দুর্গতি অর্থে আমাদের যিনি বিপদ তারণ করেন বা বিপদ থেকে রক্ষা করেন তিনি দুর্গতিনাশিনী। আবার আরেক অর্থে আছে দুর্গ বা দুর্গম নামে এক অসুরকে নিধন করেছিলের বলে দেবীর নাম হয়েছিল দুর্গা। দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটেছিল এক বিশেষ মুহূর্তে। যখন মহি- ষাসুরের প্রচণ্ড প্রতাপে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল, স্বর্গরাজ্যে যখন দেবতাদের বিনাশ করে দেওয়ার প্রবল প্রতাপ দেখিয়েছিল মহি-ষাসুর। সেই মহিষাসুরের প্রচণ্ড অত্যাচারে দেবতারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। পরাজিত হয় দেবকুলের সৈন্যরা। ফলে দেবতারা ক্রুদ্ধ হন। তখন দেবতাদের সকলের মুখ থেকে নির্গত হয় তেজ। সেই দেবতেজপুঞ্জ জ্যোতি: বা সম্মিলিত শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এক জ্যোর্তিময়ী নারীমূর্তি। সেই নারীমূর্তি হল শুভ শক্তির প্রতীক। যিনি এই অশুভরূপ আসুরিক শক্তি বিনাশিনী। মহিষাসুর নামক অসুর তথা সমগ্র অসুরকুলকে যিনি ধ্বংস করতে সমর্থ হয়েছিলেন ।

পুরাণে কথিত আছে, দেবতাদের দেহ নিঃসৃত তেজোরাশি থেকে এক অপরূপ নারীমূর্তির সৃষ্টি হয়। সেই তেজোময়ী নারীর দেহে দিব্যকান্তি ত্রিলোকে পরিব্যপ্ত হয়। দেবতারাই এক-একজন দেবীর এক একটি অঙ্গ গঠন করেন। অর্থাৎ এক একটি দেবতার তেজ থেকে দেবীর এক একটি অঙ্গ গঠিত হয় এবং সমস্ত তেজপুঞ্জ একত্রিত হয়ে সেই দিব্য নারীমূর্তি গঠিত হয়েছিল। যেমন, দেবাদিদের মহাদেব স্বয়ম্ভর তেজ থেকে দেবীর উজ্জ্বল মুখশ্রী গঠিত হয়, যমরাজের তেজ থেকে দেবীর কেশরাশি নির্মিত হয়। স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর তেজ থেকে দেবীর বলিষ্ঠ বাহুসমূহ নির্মিত হয়। চন্দ্রের তেজ থেকে দেবীর পীনোন্নত স্তনযুগল গঠিত হয়, দেবরাজ ইন্দ্রের তেজ থেকে দেবীর দেহের মধ্যভাগ সৃষ্টি হয়, বরুণদেবের তেজ থেকে দেবীর জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় নির্মিত হয়, ভূ-দেবীর তেজ থেকে দেবীর নিতম্বদেশ তৈরি হয়, স্রষ্টা ব্রহ্মার তেজ থেকে দেবীর অক্রান্ত পদদ্বয় গঠিত হয়, সূর্যের তেজ থেকে দেবীর পায়ের আঙ্গুলগুলো তৈরি হয়, বসুগণের তেজ থেকে দেবীর হাতের আঙ্গুলগুলো তৈরি হয়, ধনাধিপতি কুবেরের তেজ থেকে দেবীর উন্নত নাসিকা গঠিত হয়, প্রজাপতির তেজ থেকে দেবীর শ্বেতশুভ্র দন্তসমূহ নির্মিত হয়, অগ্নিদেবের তেজ থেকে দেবীর নয়নের ভ্রু-যুগল গঠিত হয়, পবনদেবের তেজ থেকে দেবীর শ্রুতিধর কর্ণদ্বয় সৃষ্টি হয় এবং অন্যান্য অংশগুলো গঠিত হয় অর্থাৎ সমস্ত দেবতাদের তেজোরশির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছিল এই নারীমূর্তি। সেই তেজোময়ী দেবীকে দেবতারা তখন একে একে তাদের নিজস্ব মন্ত্র দিয়ে সাজিয়ে তুললেন রণাঙ্গিনী মূর্তিতে।

মহাশক্তি সম্পন্না এই দেবী এক প্রচণ্ড প্রতপশালিনী আসুরিক শক্তি নিধনে তিনি সমর্থনসম্পন্না। তিনি এক জ্যোতির্ময়ী রূপ ধারণ করেছিলেন। সেই রূপ যেন সহস্র সহস্র সূর্যকিরণ সাদৃশ এক দিব্য তেজময়ী রূপ। যে রূপ জ্যোতির্কিরণে অসুরকুল দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তখন সেই মূহ্যমান অসুরদের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তারা তখন দেখেছেন দেবীর মধ্যে থেকে সেই সহস্র সহস্র জ্যোতির্পুঞ্জ তেজশক্তি সৃষ্টি হয়ে যুদ্ধ করেছেন। সেই দিব্যশক্তিতে অসুররা মূহ্যমান হয়ে পড়ছে। তখন অসুরদের মধ্য থেকে শুম্ভ এগিয়ে এলো দেবীর সেই তেজময়ী জ্যোতিরূপ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে। সে সেই দিব্যশক্তিকে দেখে বিব্রত হয়ে পড়ে বিদ্রুপ করে সে বলল 'হে দেবী, তুমি তো সমগ্র দেবকুলের শক্তি গ্রহণ করে যুদ্ধ করেছো। কিন্তু আমরা তো একা একা যুদ্ধ করছি। তুমি আমাদের মতো একা যুদ্ধ করো।

দেবী তখন সেই সব দেবশক্তির জ্যোতির্পুঞ্জ নিজের মধ্যে সংবৃত করে ফেললেন এবং দেখিয়ে দিলেন যেন সমস্ত জ্যোতি তাঁরই সৃষ্টি। তারপর দেবী বললেন দৃঢ়কণ্ঠে, 'ঐকেবাহং জগতত্র্য দ্বিতীয়া কামমাপরা'। আমা অপেক্ষা জগতে দ্বিতীয় কোনো শক্তি নেই, আমিই জগতের সম্রাজ্ঞী। আমিই জগতের কর্ত্রী। আমার দ্বারাই সমস্ত পরিচালিত। আমার হতেই সমস্ত শক্তি উদ্ভূত একথাও তিনি ঘোষণা করলেন, এবং দেখিয়ে দিলেন সেই সমস্ত পুঞ্জীভূত জ্যোতি তেজশক্তি সব দেবীর মধ্যে সংবৃত হয়ে মিলিয়ে গেল। তা দেখে অবাক হয়ে গেল শুম্ভ-নিশুম্ভ। দেবীর স্বরূপ দর্শন করলেন এবং দেবীও দেখিয়েছিলেন সব সৃষ্টি তাঁরই। অর্থাৎ প্রকাশ হয়ে গেল দেবীই সমস্ত শক্তির উৎস। আবার ব্রহ্মার বলে বলীয়ান মহিষাসুর। মহিষাসুরকে কোনও পুরুষ দেবতা বধ করতে পারবে না এরূ বর পেয়েছিলেন মাহিষাসুর স্বয়ং ব্রহ্মার কাছ থেকে। এই মহিষাসুরকে দেবী দুর্গা তিনবার বধ করেছিলেন।

দেবী এই পৃথিবীতে এসেছিলেন অশুভ শক্তিরূপ সমগ্র অসুরকুলকে নিধন করে স্বর্গরাজ্যে দেবতাদের শান্তি ফিরিয়ে আনতে। মহাশক্তি স্বরূপিনী দেবী যেমনি মহিষাসুরকে নিধন করেছেন, তেমনি অন্যান্য অসুরকুলকেও দমন করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে জাগরণ ঘটিয়েছিলেন শুভ শক্তির। অদম্যশক্তির সেই দেবী যিনি নারীমূর্তির প্রতিভূত হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তো রয়েছেন আজো সমস্ত নারীর মধ্যে। আমরা আজো, তাঁর পূজা অর্চনা করি। কিন্তু তিনি কোথায়? তিনি কী শুধু ওই মৃন্ময়ী প্রতিমা হয়ে মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ? তিনি তো আজো সমস্ত নারীর মধ্যে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা। তিনি প্রতিটি ঘরে বিরাজিত। কখনো কন্যা, কখনো জায়া, কখনো বা জননীরূপে। তাই মাতৃপূজা, দুর্গাপূজা, শারদীয়া পূজা সব সেই এক মাতৃশক্তিরই আরাধনা। আমরা এই মাতৃশক্তির বা মহাশক্তির আরাধনা করি। তাঁর কাছে শুভশক্তি কামনা করি॥ ❑

পূর্ব প্রকাশিত: প্রতিবেশী সংখ্যা - ৪০ (২১-২৭ অক্টোবর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ)

তথ্য-প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার না করলে

ক্ষুদীরাম দাস

আমাদের যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে। আর এই ধ্বংস হতে রক্ষা করতে হলে আমাদের সাবধান হতে হবে। তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে পারবো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'এমন জীবন তুমি করহে গঠন; মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।' যুবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে খুবই অর্থবহ কবিতার চরণ দু'টো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যুবসমাজ এখন বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণে আজ আমরা হতাশায় নিমজ্জিত। যুবসমাজের অবক্ষয় জাতির বুকে গভীর ক্ষত তৈরি করছে। গোটা সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে। আর এই সমস্যার প্রতিকার না হলে দেশ ও জাতি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে। যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণে জাতীয় জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ-দুর্দশা, বিপর্যয় ও হতাশা। সামাজিক ও ধর্মীয় এসব মূল্যবোধ যুবসমাজকে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করে। বর্তমান সমাজে এ সকল মূল্যবোধের অনুশীলন ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে যুবসমাজ বিপদগামী হচ্ছে।

আমরা বলবো, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া আমরা চলতে পারি না। এটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতা থাকা দরকার অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলতে পারি নিয়ন্ত্রণ। নিয়ন্ত্রণ না থাকলে আমরা ধ্বংসের দিকে চালিত হবো। যেটা আমরা বর্তমানে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। স্মার্টফোন হাতের মুঠোয় থাকায় দেশীয় খেলাধুলা দিন দিন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে অতীতের ঐতিহ্য খেলাধুলা বা শারীরিক ব্যয়াম। এখন আর দেখা যায় না স্কুল ছুটি হলে লাটিম নিয়ে মেতে ওঠা; মার্বেল নিয়ে খেলাধুলা। ঘুড়ি নিয়ে রৌদ্রভরা দুপুরে মাঠে দৌড়ানো। শিশু-কিশোররা আজ মেতে উঠেছে মোবাইল গেমসে। এটা এখন নেশা হয়ে গেছে। বর্তমান ছাত্র-যুব প্রজন্ম মাঠে গিয়ে খেলার চেয়ে মোবাইল ফোনেই বিভিন্ন গেম খেলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে। সারাক্ষণ মোবাইল গেমস ফ্রি ফায়ারের মতো হিংস্র সব ভিডিও গেমস নিয়ে ব্যস্ত। ফলে তারা ঝুঁকে পড়ছে অশ্লীলতার দিকে। এ কারণে বর্তমানে ওপেন মেলামেশা দেখা যায়। যেটাকে আমরা বলতে পারি অশ্লীলতা! জড়িয়ে পড়ছে অসঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ব্যাধিতে। মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মানবতার বদান্যতা থেকে।

ভিডিও গেমসের প্রতি শিশু-কিশোরদের আগ্রহ নতুন কিছু নয়। তবে আগের তুলনায় এখন শতগুণ বেশি। তবে শিশুদের এসব ভার্চুয়াল গেম থেকে দূরে রেখে আবার মাঠের খেলায় ফেরাতে পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা পাবে। অন্যথায় তারা বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে যাবে। মেজাজ খিটমিটে হয়ে যাচ্ছে।

এজন্যে আমাদের যা করতে হবে, তাহলো :

১. ইন্টারনেট ব্যবহারের আগে নিজেকে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তা আগে বিবেচনা করতে হবে। ২. ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দিলে তার একটি সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে এবং সময় মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে। ৩. পিতা-মাতা বাসার ডেস্কটপ কম্পিউটারটি প্রকাশ্য স্থানে রাখুন। শিশু যাতে আপনার সামনে মুঠোফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করে। ৪. বেশি বেশি বই কিনতে হবে, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বই হোক নিত্যদিনের সঙ্গী। বইয়ের আলো গেমসের অন্ধকার থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। ৫. ইন্টারনেট বা গেম আসক্তি কিন্তু মাদকাসক্তির মতোই একটি সমস্যা। প্রয়োজনে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিয়ে এই আসক্তি দূর করতে হবে।

আমরা সকলেই জানি যে, সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেটা একবার ফুরিয়ে গেলে আর পাওয়া যায় না। একবার চলে গেলে আর ফেরানো যায় না। সময়ের আবর্তনে সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টা, দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর এভাবেই হারিয়ে যায়। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা বা অপব্যবহার করার জন্য আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আমরা হারাই। প্রতিটি মানুষই কোনো একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। শিশুকাল থেকে সে পরিবারেই বেড়ে উঠে। তারপর সে ধীরে ধীরে সমাজের সাথে পরিচিত হয়। শিশুদের মন শৈশবকালে কাদার মতো নরম থাকে। এই সময় তাদের ইচ্ছা মতো গড়ে তোলা যায়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবারই পারে তাদের সন্তানদের উপযুক্ত মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে। তথ্য ও প্রযুক্তির বিষয়টি মূল্যবোধে নিয়ে আসতে পারলে শিশুদেরও রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এক সময় বিকেল হলে কোন ছাত্র-যুবককে ঘরে বেঁধে রাখা যেত না। ছুটে যেত খেলার মাঠে। ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু সহ বিভিন্ন খেলায় ব্যস্ত থাকত ছেলেরা। কিন্তু এখন সকাল-বিকাল কোন ছাত্র-যুবককে কোন কারণ ছাড়া রাস্তায় দেখা যায় না। ঘরে বসে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত গেমসসহ নানান আয়োজন। পাড়ার অলিগলিতে চারজন বন্ধু বসে কথা বলার সময় এখন দেখা যায় না ওইখানে দেখা যায় সকলেই মোবাইল নিয়ে খেলছে। কেউ কারো সাথে কথা বলার সময় নেই। এমন দৃশ্য পরিবারেও দেখা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না।

অবস্থাদৃষ্টে আমরা একথা বলতেই পারি যে, বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ যুবক সুযোগ পেলে মোবাইল এ অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে লেখাপড়া বাদ দিয়ে তারা যৌনতার বিষয়ে আগ্রহী ও তৎপর হয়ে উঠছে । যার পরিণতিতে চরিত্রের দিক থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যুব সমাজের বিরাট অংশ। আর যুব সমাজ ধ্বংস হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো এটা। মোবাইলে অশ্লীল ছবি বা ভিডিও দেখে তারা যৌন উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে ধর্ষণের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়। মেয়েরাও এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকছে না। বর্তমান সময়টা তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তি সবকিছু এনে দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয়। করে দিয়েছে সব কাজের সুযোগ-সুবিধা। মানুষের বিকল্প এখন আধুনিক প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ায় সবার হাতে হাতে নানা ধরনের ডিভাইস রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রনিক ভিডিও গেমস অর্থাৎ গেমিং অ্যাডিকশন। বর্তমান সময়ে এমন তরুণ-যুবক খুব দুর্লভ, যার কাছে স্মার্টফোন আছে; কিন্তু গেমস খেলে না। এটি আমাদের যেমন সাময়িক আনন্দ দিচ্ছে, ঠিক তেমনি কেড়ে নিচ্ছে মহামূল্যবান অনেক কিছু। মারা যাচ্ছে শিশু-কিশোরের সুপ্ত প্রতিভা। চুষে খাচ্ছে মহামূল্যবান সময়। নষ্ট করছে কোটি মানুষের অমূল্য জীবন। শেষ করছে মাতৃভূমির সুনাম ও জশ-খ্যাতি।

আমরা বুঝি যে, যুব সমাজের একটি বড় অংশই তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজস্ব মেধা ও যোগ্যতার চরম অপচয়কারী হয়ে উঠছে। অথচ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশ শুধু অর্থনৈতিকভাবেই লাভবান হয়নি, রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব পরেছে। এটাও স্বীকার করতে হবে। শুধুমাত্র এখন লাগাম টেনে ধরতে হবে অপব্যবহারের বিষয়টি।

বিশ্বব্যাপী যুব সমাজ ধ্বংসের পিছনে ইন্টারনেট আসক্তিকেই আমরা দায়ী করতে পারি। ইন্টারনেট আসক্তি যুব সমাজ কিংবা সমাজে বেড়ে উঠা সকলকে সব ধরনের কাজে অনীহার প্রধান কারণ। এর ফলে বাড়ছে একাকিত্ব, যা হতাশাগ্রস্ত করছে যুব সমাজকে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সামগ্রিক ব্যবস্থার ওপর। শিক্ষা মনোভাব থেকে অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছে তারা। ইন্টারনেট আসক্তি তাদের

থেকে শিক্ষার প্রতি মনোভাবটুকু শেষ করে দিচ্ছে। এটা সত্য যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু ইন্টারনেট আসক্তির কারণে সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীরা। উচ্চশিক্ষার জন্য পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা তৈরি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ গুণাবলী না থাকা খুব একটা ভালো ফল বয়ে আনবে না। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, আগের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ অনলাইনে কাজ করছেন, মিডিয়া স্ট্রিমিং করছেন এবং সোস্যাল মিডিয়ায় সময় কাটাচ্ছেন। তবে ইন্টারনেটের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে এখনই সচেতন হতে হবে।

বর্তমানে পরকীয়া সবচেয়ে বেশি আলোচিত। এ কারণে ধ্বংস হচ্ছে অনেক সাজানো সংসার। পরকীয়ার কারণে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষ। এই কাজের সাথে আজ বেশি জড়িয়ে পড়ছে যুব সমাজ। আর এই পরকীয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে মোবাইল। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হতেই পারি; কিন্তু অপব্যবহার আমাদের বন্ধ করা দরকার।

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারের কোনো কোনো দপ্তরের কাজকর্মে দুর্নীতি, অনিয়ম ও হয়রানি অনেকটা কমে গেছে। এতদসত্ত্বেও তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধার অপব্যবহারের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের একটি অংশের মেধা, প্রতিভা ও সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে চরম অপচয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তি খাতের একটি নতুন অধ্যায় হচ্ছে ফেইসবুক। একে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমও বলা হয়।

এই ফেসবুক-সমাজের তরুণ সদস্যরা বৃহত্তর বাস্তব সমাজ থেকে ক্রমেই অনেকটা স্বতন্ত্র ও আলাদা হয়ে পড়ছে। ফেসবুকে নিরন্তর সময় কাটিয়ে এরা পড়াশোনা, খেলাধুলা, নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত, সামাজিকতা সব কিছু থেকেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। এমনকি দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এরা পিছিয়ে পড়ছে। সকালের ক্লাসে উপস্থিত হওয়া বা আদৌ ক্লাসে না আসা, সময়মতো বাড়ির কাজ (অ্যাসাইনমেন্ট) জমা দিতে না পারা, ঘুমজড়ানো চোখে ক্লাসে মনোযোগ দিতে না পারা ইত্যাদি ঘটনায় সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসবের পেছনে রয়েছে ফেইসবুক। সারা রাত ফেসবুকে কাটালে পরের দিন উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটতে বাধ্য এবং সেগুলোই এখন ঘটে চলেছে বাংলাদেশের শহুরে সমাজের এমনকি বহু ক্ষেত্রে মফস্বলের তরুণ-যুবকদের ক্ষেত্রেও।

আমরা আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি যে, আমাদের সমাজের তরুণ-যুবকদের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হলো বিদেশি সংস্কৃতির নামে এক ধরণের অপসংস্কৃতির প্রসার। বর্তমানে আমাদের চলচ্চিত্রের অশ্লীল নাচ, গান, সংলাপ যুবসমাজকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে ফেলছে। ডিশ এন্টেনার প্রভাবে বিদেশি অপসংস্কৃতি আমাদের যুবসমাজকে চেপে ধরেছে। তাছাড়া রুচিহীন পোশাক-পরিচ্ছদও অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। আর এ বিষয়টি অনেকে খোঁড়া যুক্তিকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

তাছাড়া মোবাইল অপারেটররা সারা রাত ধরে হ্রাসকৃত বা নামমাত্র মূল্যে সেবা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে তরুণদের উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করছেন। আর এই সুবাদে দেশব্যাপী গড়ে উঠেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক নৈশসমাজ, যা শেষ পর্যন্ত এ বৃহত্তর সমাজকে কোথায় নিয়ে ঠেকাবে আমরা কেউই জানি না। কিছুদিন আগে ফোনের সিমকার্ড নিয়ন্ত্রণের একটি সীমিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল সিম নিবন্ধন বাধ্যতামূলককরণের মধ্যদিয়ে। কিন্তু নিয়ম-নীতির নানা ফাঁকফোকর গলিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর-কিশোরীরা কিংবা খুনি মাস্তান বা ছিনতাইকারী সবার হাতেই এখন আবার আগের মতোই সিমকার্ডের যথেচ্ছ বিচরণ। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক বহু তরুণের কাছে নিত্য-নিয়ত সিমকার্ড বদলানো এখন সিগারেটের শলাকা পরিবর্তনের মতোই সহজ ব্যাপার। বিষয়টি হাস্যকর মনে হলেও বাস্তব।

তথ্য-প্রযুক্তির গতিশীল ও যুক্তিসংগত বিকাশ ও ব্যবহারকে আমাদের অবশ্যই উৎসাহিত ও সহায়তা করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সে উৎসাহ যেন কোনোভাবেই আমাদের সমাজকে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির মুখে ফেলে না দেয়। তথ্য-প্রযুক্তির প্রান্তিক পর্যায়ের অপব্যবহারের কারণে সে তরুণদেরই একটি বড় অংশ ক্রমান্বয়ে বিপথগামী ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে সেটা কিছুতেই এবং কারোরই কাম্য হতে পারে না। আমরা আমাদের তারুণ্যের মেধা ও শক্তির বিকাশকে উৎসাহিত করি। কিন্তু একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন বোধ করি তথ্য-প্রযুক্তির প্রান্তিক আঁধারে নিমগ্ন তাদের অবক্ষয়েরও।

সম্প্রতি, ইন্টারনেট গেমসের প্রভাবে দিন রাত পার করছে স্কুল কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা। দেশের করোনা মহামারী সংকটে ১৮ মাস ধরে বন্ধ ছিলো সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই দীর্ঘ সময় বিরতিতে মোবাইল ফোনের প্রতি ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা আমরা লক্ষ্য করেছি। রাত জেগে গেমস খেলা যেন নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এতে করে শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণা, পীড়া ও সমস্যার সম্মুখীন যুব সমাজ। আসক্তির কারণে মানসিক বিকারগ্রস্থতায় পড়ছে তারা। এ সমস্যা শুধু কারো ব্যক্তিগত নয়, পরোক্ষভাবে এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। এমন সমস্যার ফলে দেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশীল বিচক্ষণ মেধাবীরা। যে বয়সে মেধা বিকাশের দিকে হাঁটতে শিখা প্রয়োজন, সে বয়সে স্মার্ট ফোনের অপব্যবহার কিংবা অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহারের ফলে মেধা বিকাশ থমকে যাচ্ছে। ইন্টারনেটের সঠিক ও নিরাপদ ব্যবহারে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সেইসাথে ইতিবাচক দিকগুলো মিডিয়া মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। বাংলাদেশে দশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সী যুব সমাজ ইন্টারনেটের নেতিবাচক দিকের শিকার। এতে ঝুঁকির মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তরুণ প্রজন্মের কাছে ইন্টারনেটের ইতিবাচক দিক ও সুফলসমূহ পৌঁছে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পরেছে।

মোবাইলের কারণে আজ অনেক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। বাসা-বাড়ি, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ অফিসে ও মার্কেটে তো বটেই, রাস্তায় চলতে চলতেও মোবাইলে কথা বলছে মানুষ। আইনে নিষিদ্ধ করা হলেও ব্যক্তি মালিক থেকে শুরু করে, বাস-ট্রাকের চালক গাড়ি চালানোর সময়ও মোবাইলে কথা বলছে। এর ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে যখন-তখন এবং যেখানে-সেখানে। বাংলাদেশে অর্ধশতাংশ যুবক প্রেম করার উদ্দেশে মোবাইল ব্যবহার করে। রাতের পর রাত জেগে কথা বলতে বলতে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। কারণ ফোনে অধিক কথা বলা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যে খুব ক্ষতিকর। বিশেষ করে ব্রেনের ও হার্ট এর অনেক ক্ষতি করে এটি। ফোনে কথা বলার এক পর্যায়ে তারা অশ্লীল কথা বলা শুরু করে। আবার সেই কথা রেকর্ড করে রাখে তাদের ফোনে। আবার ভালোবাসায় বিভোর হয়ে একে অপরের সাথে অনৈতিক কাজের সাথে লিপ্ত হয়। তাদের সেই কাজগুলো তারা তাদের ফোন দিয়ে ভিডিও করে রাখে। আর এ দিক মেয়েরাও পিছিয়ে থাকছে না। এক সময় কোন কারণে তাদের সম্পর্ক যখন নষ্ট হয় তখন সেই রেকর্ড করা ভিডিও বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভাইরাল করে দেয়। আর এর কারণে অনেক প্রেমের শেষ পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় আত্মহত্যা। বাংলাদেশের এমন ঘটনার অভাব নেই।

একটি দেশের যুব সমাজ কিংবা শিক্ষার্থীদের সুন্দর ও সমৃদ্ধ পথ দেখিয়ে দেয়ার পিছনে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা সুশিক্ষিত জাতি গঠনে অনবদ্য। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ঝুঁকির তীব্রতা সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। নেতিবাচক দিকের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। সেইসাথে ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা প্রদান করতে হবে। সরকারি প্রচেষ্টায় দেশে ইন্টারনেট ঝুঁকি থেকে যুব সমাজকে বাঁচাতে বিভিন্ন কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে করে ইন্টারনেটের খারাপ প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে তারা। যুব সমাজকে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশে ফিরাতে হলে চাই পারিবারিক, সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় সচেতনতা ও দায়িত্ব পালন। মোবাইল গেমস্‌গুলো বন্ধে সরকারকে হতে হবে আরো কঠোর। শুধু দেশের সার্ভার থেকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলা গেমসগুলো বন্ধ করলেই হবে না। বরং যেসকল সার্ভার ব্যবহার করেও এ গেমসগুলো সচল রাখা যায়, সেগুলো বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে শীঘ্রই। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনোদন, সাংস্কৃতিক, কলাকৌশলে আনতে হবে অভিনব ব্যবস্থা। অভিনবত্বের ছোঁয়ায় ইন্টারনেট ঝুঁকি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকবে। পরিবারকে হতে হবে সবচেয়ে বড় সচেতন। অল্প বয়সে হাতে স্মার্ট ফোন ধরিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বই পড়া কিংবা বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ঘরে তৈরি করতে হবে। ইন্টারনেটের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে বেশি করে জানাতে হবে। ইন্টারনেটের ইতিবাচক দিকের সঠিক ব্যবহারে উৎসাহী করতে হবে। শিক্ষকদের হতে হবে আরো সচেতন। ইন্টারনেট আসক্তরা তাদের পড়াশোনার কাজ গুছিয়ে করে উঠতে পারছেন না। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কাজ করার কথা না থাকলেও ইন্টারনেট আসক্তির কারণে অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষাকে বেশ ভয় পাচ্ছেন এবং বিষয়টি নিয়ে তারা রীতিমতো উদ্বিগ্ন থাকছেন। যে কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাকিত্ব বাড়ছে, যা পড়াশোনাকে আরো কঠিন করে তুলছে। এমন করেই ধ্বংসের দিকে হাঁটছে যুব সমাজ। সমাজ জীবনে যার নেতিবাচক প্রভাব খুব বেশি। মানসিক প্রশান্তি হারিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে। চোখের দৃষ্টি কমে যাচ্ছে। ফলে অল্প বয়সেই চশমা ব্যবহার করতে হচ্ছে। মেধা বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আবার আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, এই তরুণদের একটি বড় অংশই তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের শুধু অলস, কর্মবিমুখ, সময় অপচয়কারী ও আড়ষ্টতাপূর্ণ স্বপ্নহীন প্রজন্মের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে না, এ প্রক্রিয়ায় চিন্তার বন্ধ্যত্বে পড়ে কখনো কখনো এদের মধ্যকার একটি বড় অংশ মাদক সেবন ও অন্যান্য অপরাধের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ছে।

একটি অভিযোগ চলে আসছে যে, খেলার মাঠ বা খোলা জায়গার অভাবে শহরের শিশু-কিশোরদের যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটছে না। শহরের বেশির ভাগ শিশু-কিশোর এখন ফেইসবুক বা মোবাইলের মধ্যে নিজেদের আটকে রেখে ঘর থেকেই বের হয় না বা হতে চায় না। ফলে তাদের জন্যে খেলার মাঠ থাকা বা না থাকা দু'টিই এখন অপ্রাসঙ্গিক। এ অবস্থায় এ শিশু-কিশোররা শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই চরম পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মাদকাসক্তি, খুনখারাবি, পর্নোগ্রাফি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারেও মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদির গুরুতর রকমের ভূমিকা রয়েছে। এমনকি সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির কল্যাণে দেশের তরুণদের একটি অংশ এখন নানা আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্রের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ছে। দেশে জঙ্গিবাদ বিস্তারের পেছনেও তথ্য-প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে অপরাধসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডলো ক্রমেই একধরনের আন্তর্জাতিক চরিত্র ও মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। সমাজে মিথ্যাচারিতা, প্রতারণা ও ধূর্ততার প্রসারেও তথ্য-প্রযুক্তি এখন একধরণের আগ্রাসী ভূমিকা রাখছে। শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে না ওঠার পেছনে ফেসবুকে মাত্রাতিরিক্ত সময় কাটানো যে একটি বড় কারণ, তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। অথচ তথ্য-প্রযুক্তি হয়ে উঠতে পারত তাদের অধিকতর পাঠমুখী হয়ে ওঠার অন্যতম সহায়ক হাতিয়ার। তথ্য-প্রযুক্তির নানা মাধ্যম হতে পারত অধিকতর তথ্য, জ্ঞান ও ধারণা দিয়ে নিজেদের অধিকতর সমৃদ্ধরূপে গড়ে তোলার একটি চমৎকার লাগসই উপায়। কিন্তু সেসব তো হচ্ছেই না, উল্টো তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধার সুযোগ ও সহজলভ্যতার অপব্যবহার ঘটিয়ে নিজেদের তারা স্বপ্নবিমুখ অন্ধকারের গহ্বরে সঁপে দিচ্ছে। অথচ নিশি রাতে চাঁদের আলোয় কিংবা ঘরে হারিকেন জ্বালিয়েও গত কিছু দশক আগে পড়ালেখার প্রতি ঝুঁকে ছিলো ছেলে-মেয়েরা। কোনো সময় দক্ষিণ দিকের জানালায় উঁকি দিতো ভরা পূর্নিমার চাঁদ। আর সেই আলোয় মিটমিট করে চোখের সামনে ভেসে উঠতো বইয়ের সকল লেখাগুলো। সেই পড়াতে ছিলো মনের খোরাক। কেউ কেউ মোমবাতির আলোয় রাত কাটিয়ে দিতো অংকের সমাধান বের করতে করতে। সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিলের সাথে সুমিষ্ট সম্পর্ক যেন এই কিছুদিন আগের কথা। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেগুলো যেন রূপকথার কাল্পনিক গল্প কেবল। কিন্তু অতীতের ফেলে আসা পড়ালেখার প্রতি মানুষের কিরকম একটা মনোযোগ ছিলো, তা এসময়ে নেই। এখন তো কেবল সারাদিন বদ্ধ ঘরের কোণে বসে, চশমার সাহায্যে টেবিলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। মোমের আলোয় পড়া হয়না বললেই চলে। অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিক আবিষ্কার লাইট, বাল্বের প্রভাবে মোমবাতি হারিকেন ইত্যাদি বিলীনের পথে। আজকাল পড়ালেখার মাঝে নেই আনন্দ, খুঁজে পাওয়া যায় না বইয়ের প্রতি সুমধুর বন্ধন। এর পিছনে বর্তমান সময়ের কিছু জিনিস প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হতে জীবন থেকে জীবনের সকল চাওয়া পাওয়া যেন বদলে গেছে। ইন্টারনেটের পিছনে দৌড়ে হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের সাথে মিশে থাকা সকল স্মৃতিময় দিনগুলো। যা হাজার চেষ্টা করেও ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। ইন্টারনেট ঝুঁকিতে দেশের যুব সমাজের একটি বৃহৎ অংশ জড়িত, যার ফলে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলছে যুবকরা। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যুব সমাজের অবদান রয়েছে বেশি। একটি দেশকে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যুব সমাজকে বিকশিত করে গড়ে তুলতে হয় এবং উন্নত বিশ্বে আধুনিকতার স্থান দখলেও যুব সমাজের অংশীদারিত্ব ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে তা বিনষ্ট হচ্ছে। ধসে যাচ্ছে চিন্তাভাবনার বিকাশ। সুতরাং তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার না করলে অকল্পনীয় ক্ষতির দিকে আমরা ধাবিত হবো॥ ❑

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

আগ্নেশ ভবন,র‍্যাঙ্গামাটিয়া, ডাকঘর ঃ রাঙ্গামাটিয়া, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
স্থাপিত ঃ ১ জানুয়ারী, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ, রেজিঃ নং-৩২৭/১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
মোবাইলঃ ০১৭১৪৩১৪৪১৪/০১৭৩৯৪৯২১১৮, E-Mail: rcccu.ltd@gmail.com

৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, "রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড" এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্ন লিখিত তারিখ,সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হবে:-

স্থান	ঃ	স্বর্গীয় আগ্নেশ ভবন (সমিতির নিজস্ব কার্যালয়) রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী, উপজেলাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
তারিখ	ঃ	১৭ নভেম্বর'২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজঃ শুক্রবার
সময়	ঃ	সকাল ১০ঃ৩১ মিনিট

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে সভাকে স্বার্থক ও সাফল্য মন্ডিত করার জন্য সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
উক্ত তারিখে সকাল ৮ঃ০০ টা হতে ১০ঃ০০ টার মধ্যে যারা নাম রেজিষ্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরামপূর্তিতে (পুরস্কার/ লটারী) অন্তর্ভূক্ত হবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ (১) সমবায় সমিতির আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার বকেয়া/খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারন সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী যথাসময়ে সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য প্রেরণ করা হবে।

ধন্যবাদান্তে,

হিল্টন রোজারিও
সেক্রেটারী, রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।

বিজ্ঞ/৩২৮/২৩

ভাওয়ালে খ্রিস্ট ধর্মের উৎসের সন্ধানে

জেরী মার্টিন গমেজ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের বার বার অনুরোধ করার পরও কোন ফাদার তারা দেয়নি, তখন জেজুইটরা দোম আন্তনীওকে সাহায্য করার জন্য আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ, ফাদার আন্তনী মগলই এসকে প্রেরণ করেন এবং উনি ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্টের ০২ তারিখে একটি প্রতিবেদন গোয়ায় জেজুইট সুপিরিয়রের কাছে প্রদান করেন। এটি ছিল দোম আন্তনীও সম্পর্কে দ্বিতীয় পত্র। ফাদার, যখন এই অঞ্চলে আসলেন তখন তিনি জানতে পারলেন যে, দোম আন্তনীও যে মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে তার নাম ধর্মনগর। তিনি যেখানে যাবার জন্য মনোস্থির করলে আগষ্টিনীয়ান ফাদারগণ তীব্রভাবে তার সেই জায়গায় যাবার বিরোধীতা করেন। তাই ফাদার বাধ্য হয়ে দোম আন্তনীও কে একটি লোক মারফত চিঠি লেখেন এবং উনার সাথে দেখা করার অনুরোধ করেন। কিন্ত দোম আন্তনীওর কাছে সরকার খাজনা পাওয়ায়, সরকার তাকে নজরবন্দি করে রাখে। তাই তিনি আর ফাদারের সাথে দেখা করেন নি। ফাদার এই ঘটনা জানার পর লোক মারফত খাজনার টাকা দোম আন্তনীকে পাঠিয়ে দেন এবং এর কয়েকদিন পর খাজনা পরিশোধ হলে দোম আন্তনীও ফাদারের সাথে দেখা করেন। দোম আন্তনীও ছিল বেটে, শ্যাম বর্ণের একজন মানুষ। উনি যে গ্রামে থাকতেন, সেটাই ছিল তার একমাত্র ইনকাম সোর্স। তা থেকে বছরে তিনি পঞ্চাশ টাকার মত পেতেন, কিন্ত সরকারকে বছরে একশ টাকা খাজনা দিতে হত। এই কারণে তিনি সব সময় ঋণে জর্জরিত থাকতেন। ফাদার দোম আন্তনীওর মুখ থেকে সব শুনে উনার কনভার্ট করা খ্রিস্টানদের দেখতে চাইলেন। কিন্তু আগষ্টিনীয়ান ফাদারগণ চরম বিরক্ত হন এবং ওই অঞ্চলের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা আগষ্টিনীয়ান সম্প্রদায়ের, ফাদার জ্যাও দ্য আসেনসাও দোম আন্তনীওকে ডেকে চরম অপমান করেন। কারণ দোম আন্তনীও আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের দয়াই চলছিলেন। উনাকে যিনি খ্রিস্টান বানিয়েছিলেন তিনিও আগষ্টিনীয়ান সম্প্রদায়ের ফাদার ছিলেন এবং ফাদার জ্যাও দোম আন্তনীওকে জেজুইটদের সঙ্গ ছাড়তে বললেন, অন্যথায় তা যে বিশ্বাসঘাতকতা হবে সেটাও বলে দিলেন। দোম আন্তনীও সেই ধমকে ঘাবড়ে গেলেন। উনি ফাদার মগলই এসকে সব জানালে ফাদার তাকে সান্ত্বনা দেন এবং ধর্মান্তরিত হওয়া খ্রিস্টানদের যত্ন নিতে বলেন। তবে ফাদার মগলই এস কোন এক অন্ধকার রাতে, কুড়ি টাকায় নৌকা ভাড়া করে, খুব গোপনে দোম আন্তনীও প্রতিষ্ঠিত ধর্ম নগর দেখতে আসলেন। ফাদার প্রথম আসেন হাকিমপুর নামে এক গ্রামে যেখানে ৫০০ ঘর খ্রিস্টানের বাস ছিল। এরপর ফাদার শাম, শানন, ধাররয়ব, সাগরলী, মাসদিয়া, করিশে, সাবাপুর, আগরজান্দিয়া, দগদগা, সোনাতিয়া, ঘোড়াঘাট, বরইতলা এবং রাঙ্গামাটিয়া ভ্রমন করেন। বর্তমানে এই নাম গুলো নাই। এই সব অঞ্চলে মোটামুটি ২০ থেকে ত্রিশ হাজার খ্রিস্টান বাস করত। তবে দোম আন্তনীও ১৪ বছর ধরে আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের অনুরোধ করেছিলেন যে, এখানে একজন ফাদার স্থায়ীভাবে থাকা দরকার। কিন্তু আগষ্টিনীয়ানরা তার অনুরোধে কর্ণপাত করে নি। এই কথা বিবেচনায় রেখে, জেজুইটরা বাঙ্গলাকে তাদের মিশনের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল জেজুইট প্রভিন্সিয়াল এক আদেশ জারি করেন যে, ফাদার আন্তনী সন্তচ্চি নামে একজনকে বাঙ্গলার জেজুইটদের প্রধান নিযুক্ত করেন এবং সাথে আরো তিনজন ফাদার নিযুক্ত করেন। সাথে এও বলে দেওয়া হয়, যদি আগষ্টিনীয়ানরা কোন বাধার সৃষ্টি করে, তাদেরকে বলতে হবে যে, জেজুইটরাই প্রথম বাংলায় আসেন, আর দোম আন্তনীও ১৪ বছর ধরে পালক চেয়েও পাচ্ছে না। তাই এই সিদ্ধান্ত। ফাদার আন্তনীওর, নেপাল যাবার কথা ছিল বাণী প্রচারের জন্য। কিন্তু সেখানে ছয় মাস থাকার পর তিন বাংলাদেশে চলে আসেন। তিনি যখন এই অঞ্চলে আসেন, তখন তিনি জানতে পারেন যে, দোম আন্তনীওকে দেনার দায়ে জেলে ভরে রাখা হয়েছে। তিনি দীর্ঘ এক মাস অপেক্ষা করেছেন দোম আন্তনীওর সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু তিনি বিফল হন। তবে তিনি এই অঞ্চলের দোম আন্তনীও দ্বারা দীক্ষিত অনেক খ্রিস্টানকে পেয়ে যান। তবে ফাদার সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হন, তিনি যে অঞ্চলকে সমতল ভূমি মনে করেছিলেন সেটি আসলে এক বিশাল জলাভূমি। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতে কোন কোন সময় তিন দিন পর্যন্ত লেগে যায়। চারিদিকে মশা আর বিষাক্ত কিট পতঙ্গের কারণে তিনি ঠিক মত ঘুমাতেও পারেন নি। অথচ এই জায়গাকে নিজের করে রাখতে দোম আন্তনীও দেনার দায়ে জেলে মরছিলেন। ফাদার এক বার এই দোম আন্তনীওকে জেলে দেখতে গেলে, তিনি দোম আন্তনীওকে প্রস্তাব দেন যে, তিনি এই অঞ্চলটি যেন যে কোন মূল্যেই বিক্রি করে যেন। কিন্তু দোম আমাদের এই অঞ্চল বিক্রি করতে অস্বীকার করেন। তিনি ফাদারকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, তিনি এই অঞ্চল কিছুতেই বিক্রি করবেন না। ফাদার তার কথা শুনার পর, আগষ্টিনীয়ান সম্প্রদায়ের ভিকার জেনারেল ফাদার জুলিয়া ডি' গ্রাসাওকে জেজুইটরা যে, দোম আন্তনীওর দীক্ষিত খ্রিস্টানদের পরিচর্যা করতে চান, সেটা জানান। ফাদার জুলিয়া ডি' গ্রাসাও, জেজুইটদের জানান যে, দোম আন্তনীওর গড়ে তোলা খ্রিস্টান পল্লীতে সেবা দেবার জন্য যথেষ্ট যাজক তাদের নেই। জেজুইটরা যেন সেই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ফাদার জুলিয়া ডি' গ্রাসাও কিছুদিনের ভিতর মন পরিবর্তন করেন এবং তিনি স্পষ্ট ভাবে জেজুইটদের জানিয়ে দেন এই অঞ্চলে জেজুইটদের কোন কাজ করতে দেওয়া হবে না এবং তারা একটি চুক্তির নকল জেজুইট ফাদারদের সামনে তুলে ধরেন। এই চুক্তির নাম ছিল লারিকল চুক্তি। যা সম্পাদিত হয়েছিল দোম আন্তনীও এবং আগষ্টিনীয়ান ফাদারদের মধ্যে। বিষয়টি ছিল এই যে "বাংলায় অঞ্চলের এত লোককে আমি এইভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে ভুল করেছি, যার জন্য আমি অনুতপ্ত। এই ভুল আমি আর করব না। অন্য সম্প্রদায়ের যাজকদের এই অঞ্চলে আগমন যথাশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব। বিশেষ করে জেজুইটদের। আর এর বিপরীত ঘটলে আগষ্টিনীয়ান ফাদারগণ যে শাস্তি দিবে আমি মাথা পেতে নিব। নিচে দোম আন্তনীওর সাক্ষর। এই চুক্তি পত্র দেখে জেজুইট ফাদার খুবই কষ্ট পেলেন। তবে তিনি জানতে পারেন যে, এই অঞ্চলে একজন পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ছিলেন, যার নাম ছিল নিকলাস ডি' পায়বা। তিনি ৫০০ টাকার বিনিময়ে দোম আন্তনীওকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনেন এবং নজর বন্দী করে রাখেন। এক রাতে চার জন মানুষকে পাঠিয়ে ছিলেন দোম আন্তনীওকে হত্যা করার জন্য। যদিও সে যাত্রায় পালিয়ে বেঁচে যান ভাওয়ালে খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি প্রস্তুতকারী দোম আন্তনীও ডি' রোজারিও। দোম আন্তনীওর খ্রিস্টানরা আনুমানিক ৫০ টি গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ভাওয়াল অঞ্চলের এই পঞ্চাশটি গ্রাম ছিল। ভাওয়ালের এই ধর্মপল্লীগুলো দেখলেই বুঝা যায় কোন গ্রামগুলো ছিল। এই গ্রামগুলোতে যাতায়াত করতে নৌকা ছাড়া আর কোন বাহন ছিল না। (চলবে)

লোভী ইঁদুর

অনুবাদ : জাসিন্তা আরেং

একদা এক লোভী ইঁদুর এক ঢুলিভরা ভূট্টা দেখতে পেলো। সে ভুট্টা দেখে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারলো না। সে ঢুলির মধ্যে ছোট্ট একটা ছিদ্র তৈরি করলো যেন সে অনায়াসেই ঢুকতে পারে। সেই ছিদ্রের মধ্যদিয়ে ইঁদুরটি ঢুলির ভেতর ঢুকে ইচ্ছামতো ভুট্টা খেলো এবং ভীষণ খুশী হলো। এখন সে বের হতে চায়।

সেই ছোট্ট ছিদ্রটির মধ্যদিয়েই ইঁদুরটি বের হওয়ার অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতেই পারলো না। তার পেট আগের তুলনায় অনেক বড় হয়ে গিয়েছিলো। ফলে, তার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ইঁদুরটি কান্নাকাটি করতে শুরু করলো। ঠিক তখনই, ঢুলির পাশ দিয়ে একটি খরগোশ যাচ্ছিলো, সে ইঁদুরটির কান্না শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কিরে দোস্ত, তুই এমন করে কান্না করছিস কেন?"

ইঁদুরটি উত্তরে বললো, "আমি ছোট্ট একটা ছিদ্র করে এই ঢুলির ভিতর ঢুকেছিলাম ভুট্টা খাওয়ার জন্য কিন্তু এখন আমি আর বেরুতে পারছি না।"

খরগোশটি তাকে বললো, কারণ তুই অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছিস। যতক্ষণ তোর পেটের খাবার হজম না হয়, ততক্ষণ একটু অপেক্ষা কর।" খরগোশটি মুচকি হেসে চলে গেলো।

এরপর সেই লোভী ইঁদুরটি সেই ঢুলিতেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সকালে খাবার হজম হয়ে যাওয়ার পর তার আবার খিদে পেলো। সে ভুলেই গিয়েছিলো যে, তাকে ঢুলি থেকে বেরুতে হবে। তাই সে আবার অনেকগুলো ভুট্টা খেয়ে নিলো। এরই মধ্যে আবার পেট ফুলে ঢোল হয়ে গেলো। খাওয়ার পর তার মনে পড়লো যে, তাকে এই ঢুলি থেকে পালাতে হবে। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব এখন! তাই জন্য সে চিন্তা করলো যে, "সে না হয় আগামীকাল পালাবে।"

ঠিক তখনই একটি বিড়াল সেই ঢুলির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। বিড়ালটি ইঁদুরের গন্ধ পেয়েই বুঝতে পারলো যে, ঢুলির ভিতর ইঁদুর আছে। সে এক লাফেই ঢুলির উপর উঠে ঢুলির ঢাকনা ফেলে দিয়ে খপ্ করে ধরে ফেললো এবং মজা করে খেয়ে ফেললো ইঁদুরটিকে। এখানেই লোভী ইঁদুরের জীবনের ইতি ঘটলো।

সুতরাং, ছোট্ট গল্পটি এই শিক্ষাই দেয় যে, অতি লোভ আমাদের নিজেদের জন্যই বিপদের কারণ হতে পারে। এই বিষয়টি সকলের জন্যই প্রযোজ্য, তা হোক সে প্রাণী কিংবা মানুষ। তাই, সেই ইঁদুরের মত লোভ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অন্য বন্ধুদেরও বলতে হবে যেন তারাও লোভ না করে॥

Source: The Greedy Mouse

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৫ম শ্রেণি
হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

প্রণাম মারীয়াঃ প্রসাদপূর্ণা

যীশু বাউল

জপমালা প্রার্থনার ভক্তিতে
আমরা মায়ের সন্তান কাথলিক মণ্ডলীতে,
প্রেম-সেবার নিত্য নিত্য অনুশীলনে
মায়ের কৃপা-আশীর্বাদে
ভক্তের হৃদয় গভীরে।

নিত্য দিনের পথ চলার আনন্দ রথে
মা-জননী সাথী মোদের রোজারী
প্রার্থনার গুণে,
ব্যক্তি-পরিবার-মণ্ডলীর সমবেত
প্রার্থনার মাঝে
মা-জননী; দয়াবতী মাতা ভক্তজনের
নিত্য কর্মে।

যুগে-যুগে দর্শন দানে
মায়ের প্রকাশ দয়াময়ী মাতা বেশে,
ভক্ত বিশ্বাসী হয়ে, মায়ের চরণ
প্রার্থনার ডালি,
শুদ্ধ-সুন্দর জীবনের জন্য,
আত্মিক নিরাময়ের লক্ষ্যে।

দয়াময়ী মাতা; স্নেহময়ী জননীর আদলে
তুমি 'মা-জননী' আশার বরাভয়
ভক্তজনের,
বিশ্বাস-ভালোবাসায় তোমার নাম
অংকিত মম হৃদয় গহীনে,
নিত্য দিনের সাধনে।

'প্রণাম মারীয়া; প্রসাদপূর্ণা',

তুমি মা জননী
সকল তমসার নাশকারিণী,
আলোর পথযাত্রী,
জপমালা প্রার্থনায় আমরা
তোমার অনুসারী
জগৎ সংসারে তুমি সর্বদা
বিভাময়ী 'মা-জননী'॥

খ্রীষ্টিয় ঐক্য বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ ২০২৩

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ▯ বিগত ২০-২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা মোহম্মদপুরে সিবিসিবি সেন্টারে খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২০ সেপ্টেম্বর প্রত্যেক ধর্মপ্রদেশ থেকে আগত প্রায় চল্লিশজন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে প্রশিক্ষণটির শুভ উদ্বোধন করেন সিবিসিব খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি আর্চবিশপ মহোদয় সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানিয়ে প্রশিক্ষণটির উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো ছিল উদ্বোধনী নৃত্য, সভাপতি, সেক্রেটারী ও প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের সমন্বয়কারী কর্তৃক মোমবাতি প্রজ্বালন। পরিচয় পর্ব পরিচালনা করেন আম্ব্রোজ গমেজ এবং শেষে কিছু দিকনির্দেশনা দেবার পর অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করার সুযোগ দেন কশিনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ।

যে সকল বিষয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা নিম্নরূপ :

১। বাংলাদেশে আন্তঃমাণ্ডলিক পরিবেশ আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি
২। মণ্ডলীগুলোর মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক পটভূমি ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
৩। খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা : দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
৪। বিভিন্ন মণ্ডলীর উপাসনা ও সংস্কারীয় জীবন ফাদার ইউজিন আঞ্জুস সিএসসি
৫। মাণ্ডলিক আইনে মিশ্র-বিবাহ ফাদার প্রশান্ত থিয়োটনিয়াস রিবেরু
৬। প্রাচ্য ও এশিয়ার মণ্ডলীগুলোর সম্পর্কে ধারণা ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ক্রুজ
৭। মণ্ডলীর ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন মণ্ডলী ও খ্রীষ্টিয় ঐক্য প্রচেষ্টা ফাদার দিলীপ এস কস্তা
৮। কাথলিক মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলী: মিল ও পার্থক্য বিশপ সৌরভ ফলিয়া, চার্চ অফ বাংলাদেশ
৯। কাথলিক মণ্ডলী ও অন্যান্য মণ্ডলী: মিল ও পার্থক্য: ফাদার প্যাট্রিক গমেজ
১০। আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য: জীবন-অভিজ্ঞতা সহভাগিতা: ব্রাদার এরিক, তেইজে
১১। আর্মেনিয়ান চার্চ পরিদর্শন ও প্রার্থনা ব্রাদার গিয়োম, তেইজে

- আন্তঃমাণ্ডলিক সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা: তেইজে ব্রাদার এরিক ও বিশপ সৌরভ ফলিয়া (চার্চ অফ বাংলাদেশ)
- খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্যকারী:

২১-৯-২০২৩ বৃহস্পতিবার: ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা, ওএমআই

২২-৯-২০২৩ শুক্রবার: আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি

২৩-৯-২০২৩ শনিবার : ফাদার প্যাট্রিক গমেজ এবারে প্রশিক্ষণের বিশেষ দিক ছিল তেইজে ব্রাদারদের উপস্থিতি এবং চার্চ অফ বাংলাদেশের বিশপ সৌরভ ফলিয়া'র উপস্থিতি। সমাপনী খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি। খ্রিস্টযাগ শেষে তিনি সবার প্রতি তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

বরিশালে নেতৃত্বদান বিষয়ক কর্মশালা- ২০২৩

এডওয়ার্ড হালদার ▯ গত ১২-১৪ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ভক্ত জনগণ বিষয়ক কমিশনের আয়োজনে নেতৃত্বদান বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার মূলভাব: "মিলনধর্মী মণ্ডলীতে একসাথে পথ চলার আনন্দ"। স্থান: সেক্রেড হার্ট পাস্টরাল সেন্টার, গৌরনদী। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও, ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, ফাদার লরেন্স সৈকত বিশ্বাস। নেতৃত্বদান বিষয়ক কর্মশালার বিষয় সমূহের উপর সহভাগিতা করেন; "মিলন ধর্মী মণ্ডলীতে একসাথে পথ চলার আনন্দ"- বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও, 'ক্রেডিট ইউনিয়নের নেতৃত্ব ও গুরুত্ব' - ফাদার লিটন ফ্রান্সিস গোমেজ সিএসসি, ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় বাণীর গুরুত্ব ও বাণী সহভাগিতা- ফাদার আলভিন গোমেজ, সিস্টার মেরী বেনেডিক্টা এসএমআরএ ও ফাদার কল্লোল রোজারিও, "মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় নেতৃত্বদান"- হিউবার্ট চয়ন রিবেরু (সিডিআই, ঢাকা) ও মণ্ডলীতে নারীদের অবদান- ইভন ডি' রোজারিও। মিলনধর্মী মণ্ডলীতে একা একা আমরা যেন পথ না চলি, আমরা যেন একে অন্যকে সাথে নিয়ে পথ চলি তার উপর বক্তাগণ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। পিছিয়ে পড়া জনগণকে এক সাথে নিয়ে সমবায়ের মধ্যদিয়ে সঞ্চয় করি এবং খ্রিস্টীয় আদর্শ পরিবার গঠন করি। প্রতিদিন প্রার্থনার এবং বাইবেল সহভাগিতার মধ্যদিয়ে একটি খ্রিস্টীয় সমাজ গঠন করি যা ছিল এই কর্মশালার মূল বিষয়। কর্মশালায় আরো ছিল রোজারিমালা সহভাগিতা ও মালা প্রার্থনা, পরিচালনা করেন ফাদার রিজন মারিও বাড়ৈ। এই কর্মশালায় বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের ৭টি ধর্মপল্লী ও ২টি উপ-ধর্মপল্লী থেকে ফাদারগণ, সিস্টারগণ এবং ভক্ত জনগণ সহ মোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন॥

আঠারগ্রাম আঞ্চলিক শিশুমঙ্গল সেমিনার - ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা, এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির সহযোগিতায় এবং আঠারগ্রাম আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শনিবার গোল্লা ধর্মপল্লীতে গোল্লা, বক্সনগর, হাসনাবাদ ও তুইতাল ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল সেমিনার করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল পবিত্র খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া, তাকে সহযোগিতা করেন জাতীয় পিএমএস পরিচালক ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ, ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা এবং ফাদার পলাশ গমেজ পিমে। তিনি শিশুদেরকে মা-বাবার বাধ্য হয়ে চলার এবং প্রার্থনার প্রতি অনুরাগী হওয়ার সুপরামর্শ দান করেন। খ্রিস্টযাগের পর শিশুরা ও এনিমেটরগণ র‍্যালি করে সেমিনার কক্ষে প্রবেশ করেন। টিফিন বিরতির পর ধর্মপল্লীর শিশুরা ফুল দিয়ে সবাইকে বরণ করে নিলে গোল্লা ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার অমল ডি'ক্রুশ, ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এবং ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। ফাদার প্রলয় ডি' ক্রুশ মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তার সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। এরপর ফাদার শ্যানেল মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে জাতীয় পিএমএস বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম সহভাগিতা করেন। সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ-এর পরিচালনায় এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাইবেল কুইজের পর এনিমেটরদের পরিচালনায় শিশুরা ধর্মপল্লীভিত্তিক যিশুর শেষ ভোজ, কানা নগরে বিয়ে বাড়ি এবং পঞ্চাশত্তমী পর্বের উপর খুব সুন্দরভাবে অভিনয় করে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে চকলেট, যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় শিশুমঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি, সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১৬০ জন শিশু, ৪০ জন এনিমেটর, ৮ জন সিস্টার এবং ৭ জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন

আইরিন মার্ডী ▯ বিগত ৫ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব ধানজুড়ি কুষ্ঠ হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করা হয়। বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন। সাথে ছিলেন ফাদার আলবার্ট সরেন ও ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু। বিশপ তাঁর উপদেশে বলেন, "তেরেজা ছোট থেকেই ধার্মিক ছিলেন। তিনি সিস্টার হওয়ার জন্য ছোট থেকেই আহ্বান লাভ করেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মধ্যদিয়ে তার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেন। তিনি প্রার্থনায় খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন"। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয় সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগে বিশপ, ফাদারদ্বয়, সিস্টারগণ, স্টাফগণ, সেলাই সেন্টারের মেয়েরা, প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা, কুষ্ঠরোগীরা অংশগ্রহণ করে। দুপুরে আহার আস্বাদন করার পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি ▯ "সাংস্কৃতিক প্রতিভায় প্রদীপ্ত হোক জীবনের রং" এই পতিপাদ্য বিষয় নিয়ে অতি আনন্দঘন ও উৎসাহ উদ্দীপনায় গত ১১ ও ১২ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিদাতা হাই স্কুলের আয়োজনে দুই দিন ব্যাপি বার্ষিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্সিনিয়র মার্সেলিউস তপ্ন, আহ্বায়ক মনিকা ঘরামী এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর সকলে হল রুমে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীবৃন্দ উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা,

পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও অভিভাবকদের ব্যাজ, উত্তোরিয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। পরে প্রধান অতিথি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, যারা সাংস্কৃতিক চর্চা করে তারা উদার মনের মানুষ হয়। এজন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি অবশ্যই সাংস্কৃতিক চর্চা করার জন্য শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন।

দুইদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, ছড়াগান, Action Song, বিভিন্ন সংগীত, কৃষ্টি অনুসারে নৃত্য, সাধারণ নৃত্য, উপস্থিত বক্তব্য, ধারাবাহিক গল্প বলা, একক অভিনয়সহ নানা ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার সাগর কোড়াইয়া। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চা আমাদের জীবনের একটি অংশ এবং সংস্কৃতি চর্চা আমাদের প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে। তিনিও শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চর্চা করতে পরামর্শ প্রদান করেন। পরিশেষে আহ্বায়ক দুইদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং প্রধান শিক্ষক সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুই দিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

ধানজুড়ী ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব উদ্‌যাপন

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ গত ৬ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লী ধানজুড়ীতে মহাসমারোহে ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্ব উপলক্ষে সাধু ফ্রান্সিসের ৯টি গুণাবলী নভেনা প্রার্থনায় তুলে ধরা হয়। পর্ব দিনে বিশপকে পা ধোয়ানোর মধ্যদিয়ে বরণ করা হয়। সাধু ফ্রান্সিসের মূর্তি, মালা, ৯ টি মোমবাতি নিয়ে নাচের দল, গ্রাম প্রধানের প্রতিনিধি, প্যারিস কাউন্সিলের প্রতিনিধি, মারীয়া সংঘের প্রতিনিধি ও যুব প্রতিনিধি, সেবক দল নিয়ে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয়। বিশপ তার উপদেশে বলেন, "সাধু ফ্রান্সিস একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিনম্র কোমল প্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি প্রকৃতি ভালোবাসতেন। এমনকি পশু পাখির সাথে কথা বলতেন। আমাদের উচিত তার গুণাবলী অন্তরে ধারণ করা; তার আদর্শ অনুসরণ করা"। এছাড়াও তিনি সাধু ফ্রান্সিসের জীবনী আলোকপাত করেন। খ্রিস্টযাগের পর সবায় পর্বীয় প্রসাদ খিচুড়ি আস্বাদন করে। পরে স্বল্প সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পর্ব উপলক্ষে ছেলেদের ১৬ টিম ও মেয়েদের দুইটি টিম নিয়ে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। বিকাল ৩ টায় ছেলেদের ফাইনাল খেলা ও মেয়েদের প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণীর মধ্যদিয়ে পর্ব পালন সমাপ্ত করা হয়॥

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

TCCCUL
REGD. NO. 26/1984

স্থাপিতঃ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ, রেজি নং–২৬/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, পোঃ অঃ কালীগঞ্জ,
উপজেলাঃ কালীগঞ্জ জেলাঃ গাজীপুর।

তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ১০ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ৯:০১ মিনিটে তুমিলিয়া মিশন প্রাঙ্গণ, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এ** অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে ৫৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভাকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী

০১। রেজিষ্ট্রেশন ও উপস্থিতি গণনা, আসন গ্রহণ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা;
০২। পরলোকগত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে ১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন।
০৩। চেয়ারম্যানের স্বাগত বক্তব্য;
০৪। প্রধান অতিথি ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য;
০৫। ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;
০৬। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
০৭। বার্ষিক হিসাব বিবরণী পেশ ও অনুমোদন ;
ক) উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা; খ) আয় বন্টন;
গ) পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
ঘ) ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;
০৮। তুমিলিয়া ও দড়িপাড়া গ্রামে বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের অনুমোদন প্রসঙ্গে;
০৯। "সি" ক্যাটাগড়ির জমি বিক্রয় প্রসঙ্গে;
১০। ঋণদান পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১১। পর্যবেক্ষণ পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১২। শিক্ষা কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;
১৩। বিবিধ;
১৪। কোরাম পূর্তি লটারি, সহযোগি সদস্য লটারি ও সাধারণ লটারি ড্র (সাধারণ লটারি ও সহযোগি সদস্য লটারি শুধু উপস্থিত নিয়মিত সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে);
১৫। ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপ্তি ঘোষণা;
১৬। মধ্যাহ্ন ভোজ।

ধন্যবাদান্তে,

রিংকু লরেন্স গমেজ
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ সমবায় সমিতি (সংশোধিত) আইন ২০১৩-এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্য-সদস্যা ক্রেডিট ইউনিয়নে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য-সদস্যা সাধারণ সভায় তাঁর অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

অনুলিপিঃ (১) জেলা সমবায় অফিসার, গাজীপুর; (২) উপজেলা সমবায় অফিসার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর; (৩) তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:-এর সকল সদস্য-সদস্যা।

বিজ্ঞ/৩২৯/২৩

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ, নিবন্ধন নং-৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১লা জুলাই ২০২২ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৩০শে জুন ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ)

তারিখ: ১০ই নভেম্বর ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার, সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা

স্থান: ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

এতদ্বারা নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১০ই নভেম্বর ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল ১০.০০ ঘটিকায়, ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গীর্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২-এর মিলনায়তনে অত্র সমিতির ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবিযুক্ত ক্রেডিট পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে সভার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার কর্মসূচি

উদ্বোধনী :
(ক) উপস্থিতি গণনা, কোরাম পূর্তি ও আসন গ্রহণ, মিনিটস রক্ষক নিয়োগ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল থেকে শাস্ত্রবাণী পাঠ এবং প্রার্থনা;
(খ) প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;
(গ) কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;
(ঘ) সভাপতির স্বাগত বক্তব্য;
(ঙ) অতিথিদের বক্তব্য।

মূল কর্মসূচি :
০১। ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;
০২। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৩। বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন;
০৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৫। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৬। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পেশ ও অনুমোদন;

অন্যান্য কর্মসূচি :
(ক) ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(খ) সুপারভাইজরী কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(গ) খেলাপী ঋণ আদায় কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(ঘ) বিল্ডিং নির্মাণ তহরুপকৃত অর্থ সমন্বয় প্রসঙ্গে।
(ঙ) বিবিধ;
(চ) উপস্থিতি লটারী ড্র;
(ছ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

রিচার্ড রিপন সরদার
সভাপতি
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোনো সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না;
(খ) সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে;
(গ) সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতঃ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞ/৩২৫/২৩

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নংঃ: দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৩-২০২৪/৩৭২ তারিখ : ১৮ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্রঃ	পদের নাম	সেবাকেন্দ্র/বিভাগ	বয়স	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পদের দায়িত্বসমূহ
০১	লোন রিয়ালাইজেশন রিপ্রেজেনটিটিভ	প্রধান কার্যালয় নন্দা সেবাকেন্দ্র মিরপুর সেবাকেন্দ্র সাধনপাড়া সেবাকেন্দ্র লক্ষ্মীবাজার সেবাকেন্দ্র মহাখালী সেবাকেন্দ্র মনিপুরীপাড়া সেবাকেন্দ্র সাভার সেবাকেন্দ্র হাসনাবাদ সেবাকেন্দ্র তুমিলিয়া সেবাকেন্দ্র পাগাড় সেবাকেন্দ্র নাগরী সেবাকেন্দ্র	সর্বনিম্ন ৩০ বছর হতে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর পর্যন্ত	১০,০০০/- (টার্গেট অর্জনের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বেতন ও অতিরিক্ত টার্গেট অর্জনের ক্ষেত্রে পলিসি মোতাবেক ইনসেনটিভ দেয়া হবে)	- নূন্যতম **এস.এস.সি.** পাশ হতে হবে। - বকেয়া ও খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা এবং এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকাসমূহ ও প্রয়োজনে ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন জেলায় কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমন করে কাজের ক্ষেত্রে পলিসি মোতাবেক যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হবে। - বকেয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়ে খেলাপিদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করা ও তাদের জন্য কার্যকর অর্থপ্রদানের পরিকল্পনা তৈরী করা। - নিয়মিতভাবে সুপারভাইজারকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহের আপডেট প্রদান করা এবং অনিয়মিত ও নিষ্ক্রিয় একাউন্টসমূহ সনাক্তকরণপূর্বক নিয়মিত তাদেরকে পর্যবেক্ষণ ও ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয়ে সুপারিশ করা। - ঋণ গ্রহীতাদের আবেদনের ভিত্তিতে তাদের চাহিদা এবং আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী ঋণ পাওয়ার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক তাদের বিভিন্ন প্রকার ঋণ গ্রহণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা। - কম্পিউটার চালনায় (এম.এস.অফিস) নূন্যতম মৌলিক ধারনা থাকতে হবে।

শর্তাবলীঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসমস্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত **পদের** নাম এবং যে **'বিভাগ/সেবাকেন্দ্র'** তে কাজ করতে ইচ্ছুক তা স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৭। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আবেদন পত্র আগামী ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ টার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
১১। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/৩৩২/২৩

১০ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত এড্রো গমেজ
জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

২৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত আগষ্টিন গমেজ
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জ্যোতির্ময় গমেজ
জন্ম : ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
পূর্ব ভাদার্ত্তী, কালীগঞ্জ

'ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে, ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ করে দে সবার।।'

দেখতে দেখতে অনেক দিন হয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। তোমাদের অনুপস্থিতি এখনও আমাদের খুব কষ্ট দেয়। দাদু, তোমাদের না থাকার অভাব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তোমরা আমাদের মাঝে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। জানি স্বর্গে তোমরা খুব সুখে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরাও ভাল থাকতে পারি। তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনায়।

শুনশুন, ম্যাক, শুঞ্জন, পর্ণা, ইথান, লিওনা, ভেনেসা ও আরোশী
এবং পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/৩৩০/২৩

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত স্টেনিস্লাস্ সুশীল রড্রিক্স
জন্ম: ৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: করাণ, নাগরী মিশন।

এসেছি সবাই অতিথি হয়ে,
পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে,
চলে যেতে হবে শূন্য হাতে,
রয়ে যাবে সব এ ধরাতে।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চিরবিদায়ের চারটি বছর। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে। আমরা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাভরে তোমাকে স্মরণ করি। আমাদের জন্য তুমি ছিলে সরলতা, ভালোবাসা ও ধৈর্যের অফুরন্ত উৎস। তুমি আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করো। তুমি থাকবে আমাদের অন্তরে আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায়।

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়-
শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডাক্তার ফ্লোরেন্স নিরুপমা পাত্তে
পুত্র : রিপন রিচার্ড রড্রিক্স
ও
রেমন্ড স্টানিস রড্রিক্স
কন্যা : ঝুমকী রিটা রড্রিক্স
করাণ, নাগরী মিশন

বিজ্ঞ/৩২২/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ৩৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 38
Regd. No. DA-33
❖ 22 - 28 October, 2023, ৬ - ১২ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

এসো দেখে যাও
COME AND SEE

ধন্য ফাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো
পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

সাধু ব্রাদার আন্দ্রে ব্যাসেট
পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু

মণ্ডলীতে সেবা কাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন

তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

তোমরা যারা এ বছর এইচএসসি (HSC) বা এর উর্ধ্বে পরীক্ষা সমাপ্ত করেছ, তোমাদের জন্য আমরা পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজ "এসো দেখে যাও" (Come and See) প্রোগ্রামের আয়োজন করতে যাচ্ছি এ কোর্সে যোগদানে আগ্রহী ভাইদের স্বাগতম জানাই এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি ।

- : যোগাযোগের ঠিকানা :-

আহ্বান পরিচালক
ব্রাদার শোভন ভিক্টর কস্তা, সিএসসি
পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ
১৬, মুনির হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৩৩৮০৬১৮০,০১৬১৬০৪২৩১৯

বিজ্ঞ/৩২৩/২৩

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো বুকড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুকড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো বুকড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : **01798-513042,** E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org